২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ☐ ১৩তম সংখ্যা

১৫ জানুয়ারী, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

"তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত করো"

ইলাহী জামাতের ইহাও একটি নিদর্শন যে, এর সমস্ত স্থান ও স্থাপনাসমূহ সর্বদা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। আসলেই কি ক্ষুদ্রতর হতে থাকে? শাব্দিক অর্থে ক্ষুদ্রতর হওয়া উন্নতির লক্ষণ নয়। যে অর্থে ক্ষুদ্রতর মনে করা হয় সে অর্থে ক্ষুদ্রতর হয় না। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রয়োজনের তুলনায় স্থানসমূহে সংকুলান না হওয়ার কারণে ক্ষুদ্রতর হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্তাআলা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে ইলহাম মারফত এ নির্দেশ দিয়েছেন-'ওয়াস্সে মুকানাকা' অর্থাৎ তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত করো। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর নিকট অর্থাৎ কাদিয়ানে এত লোকের সমাগম হতে থাকে যে, তাঁর (আঃ) সময়ে কাদিয়ানের মসজিদ-মেহমানখানাগুলোকে সম্প্রসারিত করতে থাকতে হয়েছে। এ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া দেশ-কাল অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চলছে। সেই কাদিয়ানের কথাই ধরুন, যেখানে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭৫ জনকে নিয়ে সালানা জলসা শুরু হয়েছিলো সেখানে এবারের জলসার লোক সমাগম হয়েছিলো প্রায় ৫০ হাজার। সুতরাং সম্প্রসারণের হার কোন গাণিতিক হারে যে আবদ্ধ করা যাবে না তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশ জামাতের সম্প্রসারণের বিষয়টাকেও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আল্লাহ্তাআলা এত কল্যাণমন্ডিত করেছেন যে, দারুত তবলীগে এখন জলসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও অবস্থার মোকাবেলা করার নিমিত্তে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে হাত দিয়েছি আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশ ও দোয়া নিয়ে। আল্লাহ্তাআলার ফযলে ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে আমরা এর ব্যবহার করাও শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ্ আগামী জলসার পরে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আরম্ভ করবো।

উল্লেখ্য, এ বিরাট কাজে হাত দেয়ার পূর্বে আমরা এর খরচ নির্বাহের জন্যে প্রত্যেক জামাত থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম। অনেকে তাদের ওয়াদা আদায় করে দিয়েছেন, যাজাহুমুল্লাহ্। যারা আদায় করেন নি সত্বর তাদের ওয়াদা পূরণ করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যারা ওয়াদা করেন নি তাদেরকেও ওয়াদা করে তা আদায় করে এ ঐশী কর্মকান্ডের সাথে অংশ নেবার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

আল্লাহ্তালা আমাদের সকলের সহায় হউন, আমীন॥

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী
নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ১৩তম সংখ্যা
২ মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১১ যিলকদ ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ সুলাহ ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ জানুয়ারী ২০০৩ ঈসাব্দ
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ◆ ভারত টাঃ ২০০ ◆ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

সব্‌র

'সব্‌র' একটি আরবী শব্দ। অভিধানে এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত হয়েছে যেমন ঃ (১) পরম সাহসিকতার সাথে দুঃখ-যাতনা সহ্য করা, (২) আত্মাকে এমন জিনিষ থেকে বিরত রাখা যা থেকে শরীয়ত এবং বিবেক-বুদ্ধিও বিরত থাকতে আদেশ দেয়, (৩) রোযাকেও সব্‌র বলা হয়েছে। এজন্যে যে, এ-ও এক সব্‌রের অবস্থা, (৪) সাহস ও শৌর্য, (৫) ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা, (৬) শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া, (৭) শক্ত পাথর ইত্যাদি। এক প্রকার তিক্ত গাছকেও বলা হয় সব্‌র। এ সকল অর্থে সব্‌র একজন মানুষকে করে তোলে মহিয়ান ও গরিয়ান।

সব্‌র বা ধৈর্য একটা মহৎ গুণ। যেসব গুণ থাকলে মানুষ সফলতার উচ্চ মার্গে আরোহণ করতে পারে সব্‌র বোধ করি এদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের যেকোন পর্যায়ে সফলতা লাভ করতে হলে থাকা চাই ধৈর্য নামক পরম গুণ। ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে এ গুণের অনুশীলনের অত্যাবশ্যকতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মীয় ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ উত্তাল তরঙ্গসম যুলুম ও অত্যাচারের ভয়াল গিরিবর্ত লংঘন করেছেন কেবল মাত্র ধৈর্য গুণের অনুশীলনের মাধ্যমে। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীর জীবন পরম ধৈর্যের স্বাক্ষর বহন করে চির অম্লান হয়ে রয়েছে। নবীদের জামাতও এ যুলুম-অত্যাচার থেকে নিস্তার পায় নি। ঈসায়ী মসীর অনুসারী আমাদের পূর্ববর্তী জাতি ঈসায়ীগণকে ঈমান আনার কারণে লোহার চিরুনী দ্বারা গায়ের মাংস আঁচড়িয়ে ফেলা হয়েছে, ক্ষুধার্ত বাঘের সম্মুখে ক্ষুধার্ত ঈমানদারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কেবল বাঘের মানব ভক্ষণের ভয়াবহ দৃশ্যকে উপভোগ করার জন্যে। যুগে যুগে এ যুলুম অত্যাচার করা হয়ছে তথাকথিত ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে। আর চিরদিনই মু'মিনগণ নীরবে তা সহ্য করে আল্লাহ্‌র মহান আশিস ও কল্যাণে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের পরম প্রিয় ও মহিমান্বিত নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর জীবনের কথাই ধারা যাক। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ দীর্ঘ তেরটি বছরের মক্কী-জীবনে যে অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বর্তমান যমানায় আল্লাহ্‌তাআলার তৌহীদ অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমাকে সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে জামাত দাঁড়িয়েছে তারাও এর জন্ম লগ্ন থেকে সব্‌রের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের প্রিয় দেশমাতৃকার ১৩ কোটি সন্তানকে আহ্‌মদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের আলোকে আলোকিত করার লক্ষ্যে আমাদেরকেও সব্‌রের পরীক্ষা দিতে হবে নিঃসন্দেহে। আমরা তাতে একটুও পিছ পা হবো না। আহমদীয়তের এ বিজয়ের শতাব্দীতে এই বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে আমাদেরকে সত্যের মশাল হাতে নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। মহান আল্লাহ্ অতীতে যেভাবে তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন, সেরূপ সাহায্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূলধন করে আমরা ইনশাআল্লাহ্ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মহান কাজে এগিয়ে যাবো।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
■ অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ	৪-৫
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৬-৭
■ ঐশী-বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	৭-৯
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১০-১১
■ ইসলামের আত্মকথা	ঃ জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	১১-১৩
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৪
■ "আমি ফিরিশ্তা দেখেছি"	ঃ জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান	১৫-১৭
■ স্মৃতি কণা - ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৭
■ ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৮
■ অমুসলিম ঘোষণার দাবী / প্রেস বিজ্ঞপ্তি		১৯
■ কবিতা ঃ দোয়া মোদের শক্তিবল	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৯
■ নতুনদের পাতা		
● মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী ও তার বংশের পরিণতি	ঃ জনাব এন, এ, শামীম আহমদ	২০-২১
● পর্দা প্রগতির দিশারী	ঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল	২২-২৩
● হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতা	ঃ জনাব এহসানুল হাবীব (জয়)	২৩-২৫
■ সংবাদ	ঃ	২৫-২৮

প্রচ্ছদ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানের ১১১তম সালানা জলসা ২০০২

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার ঈমানবর্ধক ঘটনা

কালামুল ইমাম

(১০) এ দিনগুলোতে প্রকাশিত পঞ্চম নিদর্শন হলো একটি দোয়ার গৃহীত হওয়ার ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে তা একটি মৃতের জীবিত হওয়ারই শামেল। ঘটনাটি এরূপঃ আমাদের মাদ্রাসার একটি ছাত্র হলো দক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের আব্দুর রহমান সাহেবের পুত্র আব্দুল করীম। নিয়তির বিধান মতে পাগলা কুকুর কামড় দিলে আমরা তাকে চিকিৎসার জন্যে কসৌলী পাঠাই। কয়েকদিন ধরে কসৌলীতে তার চিকিৎসা হতে থাকে। পরে সে কাদিয়ান ফিরে আসে। কয়েকদিন পরে তার মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পাগলা কুকুর কামড়ালে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে ব্যক্তি পানি দেখে ভয় পেয়ে থাকে। সংকটাপন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন এ বিদেশী ছেলেটার জন্যে আমার মনে ভীষণ অস্থিরতা এবং দোয়ার জন্যে একটি বিশেষ মনোনিবেশের অবস্থা সৃষ্টি হয়। সবাই মনে করতে ছিলো যে, ঐ বেচারা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মরে যাবে। বাধ্য হয়ে তাকে বোর্ডিং থেকে বের করে আলাদা একটি ঘরে বিশেষ সাবধানতার সাথে রাখা হয়। আর কসৌলীতে ইংরেজ ডাক্তারের নিকট তারবার্তা পাঠানো হয় এবং জানাতে চাওয়া হয় যে, এ অবস্থায় তার কোন চিকিৎসা আছে কিনা। সেদিক থেকে তার বার্তার মাধ্যমে জানানো হলো, এখন তার কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু এ গরীব ও বিদেশী ছেলেটার জন্যে আমার প্রাণে অনেক মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো। আর আমার বন্ধু-বান্ধবরাও এর জন্যে বারবার দোয়া করার কথা বলতে থাকেন। কেননা, এ করুণ অবস্থায় ছেলেটি দয়ার পাত্র ছিলো। তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তদুপরি অন্তরে এ ভয়ও সৃষ্টি হলো। সে যদি মারা যায় তাহলে এক খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শত্রুদের শত্রুতা খোরাক যোগাবে। তখন আমার প্রাণে তার জন্যে প্রচন্ড ব্যথা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হলো এবং অস্বাভাবিক মনোযোগ সৃষ্টি হলো। নিজস্ব চেষ্টায় এটা সৃষ্টি হতো না। আর যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তা খোদাতাআলার অনুমোদনে প্রভাব দেখাতে শুরু করে। আর এতে খুবই আশা করা যায় যে, মৃত জীবিত হয়ে যায়। মোটকথা এর জন্যে মহান আল্লাহ্র নৈকট্যের অবস্থার সুযোগ এলো এবং এ মনোনিবেশ যখন চূড়ান্ত মার্গে পৌছে গেলো আর বেদনা নিজের পুরো প্রভাব যখন আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে নিলো তখন এ মৃতসম রুগীর ওপরে এ মনোনিবেশের প্রভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করলো। সে তো পানি দেখলে ভয় পেতো এবং আলো দেখলে সরে পড়তো। হঠাৎ শরীরের অবস্থা একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে বললো, 'এখন আমি পানি দেখে ভয় পাই না'। তখন তাকে পানি দেয়া হলো। বিনা ভয়ে সে পানি পান করে ফেললো। বরং পানি দিয়ে ওযূ করে নামাযও পড়ে নিলো। সারা রাত ঘুমিয়ে কাটালো। ভয়ঙ্কর ও অমানবিক আচরণের অবস্থা দূর হয়ে গেলো। এমন কি কয়েকদিনের মধ্যে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো। আমার প্রাণে সাথে সাথে এ ধারণা জাগ্রত হলো, এ যে পাগলামোর অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো এটা এজন্যে নয় যে, ঐ পাগলামো তাকে ধ্বংস করে দেয় বরং এজন্যে ছিলো যেন খোদাতাআলার নিদর্শন প্রকাশিত হয় আর অভিজ্ঞ লোকেরা বলে, কখনও পৃথিবীতে এমন দেখা যায় নি যে, এমন অবস্থায় যখন কাউকে পাগলা কুকুর দংশন করে এবং পাগলামোর অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যায় সে অবস্থায়ও কোন ব্যক্তি বাঁচতে পারে অথচ যে বিশেষজ্ঞ কসৌলীতে সরকারের পক্ষ থেকে কুকুরে কামড়ানো চিকিৎসার জন্যে নিযুক্ত আছে, তিনি আমাদের টেলিগ্রামের জবাবে পরিষ্কার লিখেছিলেন- এখন কোন চিকিৎসা হতে পারে না।

এখানে এতটা লেখা বাকী রয়ে গেছে যে, যখন আমি এ ছেলেটির জন্যে দোয়া করি তখন খোদা আমার প্রাণে ইল্কা (ঐশী ইঙ্গিত) করেন যে, অমুক ঔষধ দেয়া আবশ্যক। সুতরাং আমি কয়েকবার রোগীকে সে ঔষধও দিই। শেষে রোগী ভাল হয়ে যায়। এটাতো বলবো যে, মৃত জীবিত হয়ে গেছে আর কসৌলীর ডাক্তারদের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম বাবদ আমাদের নিকট ইংরেজীতে যে উত্তর এসেছিলো আমরা নীচে অনুবাদ সহ তা লিখে দিচ্ছি।

আর তা এই ঃ

Sorry nothing can be done for Abdul Karim দুঃখিত। আব্দুল করীমের জন্যে কিছুই করার নেই। (রূহানী খাযায়েন ২২ খন্ড, ৪৮০-৪৮১ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮)।

উপস্থাপন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সূরা আল্ আ'রাফ - ৭

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۚ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০। কিন্তু তাদের পরে এমন স্থলাভিষিক্তরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হলো তারা এ পৃথিবীর তুচ্ছ ধন-সম্পদ[১০৬৭] ধরে বসে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।' কিন্তু তাদের নিকট যদি এ ধরনের আরও সম্পদ আসে তা হলে তারা তা-ও নিয়ে নেবে। তাদের নিকট থেকে কি কিতাবের দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (অন্য কিছু) বলবে না অথচ যা কিছু তাতে আছে তা তারা পড়েছে[১০৬৮] এবং যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করবে না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭১। এবং যারা কিতাবকে মজবুতভাবে ধরে রাখে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় (সেসব) পুণ্যবানদের পুরস্কারকে আমরা কখনও বিনষ্ট করবো না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাদের ওপরে উঁচু করেছিলাম যেন তা একটি সামিয়ানা, এবং তারা মনে করেছিল তা অবশ্যই তাদের ওপর পড়বে,[১০৬৯] (আমরা বললাম), 'আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্তভাবে ধর এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রাখ যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার'।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক আদম সন্তানদের থেকে অর্থাৎ তাদের পিঠ থেকে তাদের বংশধর গ্রহণ করলেন এবং তাদের নিজেদেরকেই স্বয়ং তাদের জন্য সাক্ষী দাঁড় করালেন[১০৭০] (এই বলে যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই?' তারা বললো, 'হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (তিনি এটা এজন্য করেছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে বল, 'আমরা তো এ সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম।'

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۴﴾

১৭৪। অথবা (পাছে) তোমরা বল, নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষের শিরক করতো আর আমরা তো তাদেরই পরবর্তী বংশধর। অতএব মিথ্যাবাদীরা যা করেছে তার জন্য তুমি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবে'?

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷۵﴾

১৭৫। এবং এভাবেই আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি[১০৭১] এবং আশা রাখি যেন তারা (সৎ পথে) ফিরে আসে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬। এবং যাকে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম আর সে তা থেকে ফস্কে বের হয়ে গিয়েছিল, তুমি তার বৃত্তান্ত তাদের নিকট পড়ে শোনাও, অতঃপর শয়তান তার পিছনে লাগলো, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[১০৭২]

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۗ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

১৭৭। আর যদি আমরা চাইতাম তাহলে সেগুলোর দ্বারা আমরা তাকে (উচ্চ মর্যাদায়) উন্নীত করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার[১০৭৩] প্রতি ঝুঁকে পড়লো ও নিজ মন্দ কামনা-বাসনার অনুসরণ করলো। অতএব তার অবস্থা কুকুরের অবস্থার ন্যায়, যদি তুমি সেটাকে তাড়া কর সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, অথবা যদি তুমি সেটাকে ছেড়ে দাও তবুও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে।

১০৬৭। "আরাযা" অর্থ ধন-সম্পদ যা স্থায়ী নয়, জগতের নগণ্য বস্তুসমূহ; পার্থিব বস্তু বা পণ্যদ্রব্যসমূহ; লক্ষ্য-বস্তু (লেইন)।

১০৬৮। 'দারাসা' শব্দের অর্থ ঃ (১) সে একটি পুস্তক পড়েছিল, (২) সে মুছে ফেললো, ঘষে তুলে ফেললো, নিশ্চিহ্ন করলো বা কোনকিছু বিলোপ করে দিল (লেইন)।

১০৬৯। ইসরাঈলীদের প্রধানগণকে পর্বতের পাদদেশ আনা হয়েছিল (যাত্রা পুস্তক-১৯ঃ১৭)। তাদের নিকট অনুভূত হচ্ছিল যে, তা সামিয়ানার মত মাথার ওপরেই আছে, যে কোন সময় তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়তে পারে।

১০৭০। এ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা যিনি এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (৩০ঃ৩১)। অথবা এ-ও হতে পারে, এ ইঙ্গিত আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত মহান নবী-রসূলগণের আবির্ভাব সম্পর্কে যাঁরা আল্লাহ্তাআলার দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। "আদম সন্তান" বলতে প্রত্যেক যুগের মানুষকে বুঝানো হয়েছে যাদের নিকট আল্লাহ্র নবীগণ আবির্ভূত হন। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক নূতন নবীর আগমনই এ ঐশী-জিজ্ঞাসা তুলে ধরে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই?' এতে এ সত্যই প্রকাশ করা হয় যে, আল্লাহ্ যখন মানবের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং একইরূপে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশেরও উপায় সৃষ্টি করেছেন, তখন সে কীরূপে আল্লাহ্র প্রভুত্বকে অস্বীকার করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে মানুষই তাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে, কারণ এমতাবস্থায় তারা এ কথা বলে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, তারা আল্লাহ্তাআলাকে বা তাঁর বিধানকে অথবা বিচার দিবস সম্বন্ধে জানতো না।

১০৭১। নবীর আবির্ভাব তাঁর যুগের মানুষকে ১৭৩নং আয়াতে উল্লেখিত অজুহাত উত্থাপন করার সুযোগ দেয় না, কারণ তখন সত্যকে মিথ্যা হতে স্পষ্ট করে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রতিমা পূজা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যাত এবং নিন্দিত হয়।

১০৭২। বিশেষ কোন এক ব্যক্তির প্রতি এ ইঙ্গিত নয়, পরন্তু সেই সমস্ত লোকদের প্রতি যাদেরকে আল্লাহ্তাআলা নবীর মাধ্যমে নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন এবং যারা সেই নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। এরূপ উক্তি কুরআন করীমের অন্যত্র (২ঃ১৮) পাওয়া যায়। বর্তমান আয়াত বিশেষভাবে বালা'ম বিন-বা'উর-এরও সঙ্গে সম্পৃক্ত বলা যায়, যে হযরত মূসা (আঃ)-এর যমানায় বাস করতো এবং ধার্মিক ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিল। অহংকার তার মাথায় চেপেছিল, ফলে অপমানজনক অবস্থায় তার জীবনাবসান হয়েছিল। আবূ জাহ্ল বা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন্ সলুল বা অনুরূপ প্রত্যেক কুখ্যাত কাফির সর্দারের প্রতিও এ আয়াত প্রযোজ্য।

১০৭৩। পার্থিব বিষয়াদি, বিশেষতঃ অর্থের প্রতি আসক্তি।

হাদীস শরীফ

যুগ-ইমাম

কুরআন ঃ

ইন্না আরসালনা ইলায়কুম রসূলান শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআওনা রসূলা।

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৬)।

হাদীস ঃ

ইন্নাল্লাহা ইয়াব'আসু লিহাযিহিল উম্মাতি 'আলা রা'সি কুল্লি মিআতি সানাতিন মাইঁ ইউযাদ্দিদু লাহা দীনাহা।

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্তাআলা এ উম্মতের জন্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যে তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে, (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবূ দাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, বাবুল মালাহেম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্তাআলা এ উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্তাআলার সদয় দৃষ্টি এ উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এ উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন এ উম্মতের সংশোধনের জন্যে তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেরই, ধারণা যে, এ উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আঃ) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীসবিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহ্র রসূল (সঃ) স্পষ্ট বলছেন, এ উম্মতের মধ্যে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও মসীহ্ মাওউদ বলেন, "হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চার্যান্বিত হইও না যে, খোদাতাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এ গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্যে এবং হযরত খায়রুল আনামের [(সৃষ্টির সেরা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-অনুবাদক)] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে, এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং ইহাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতিবিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি এ অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকবেন। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি, যদি এ পবিত্র রসূলের সে পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন"- তবেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় হতো।

অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদাতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করার সুযোগ যে, খোদাতাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি। কেবল যে তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয় বরং তিনি শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং কৃতজ্ঞতাভরে সিজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছো। এখন এর যথোচিত সমাদর করা বা না করা, এবং এথেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের উপর নির্ভর করছে। আমি বার বার এ কথা বলতে চাই এবং এ ঘোষণা হতে আমি কখনও বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথা সময়ে জগৎ সংস্কারে জন্য প্রেরণ করা হয়েছে" (ফতেহ ইসলাম)।

আল্লাহ্ করুন যেন উম্মতে মুহাম্মাদীয়া যুগ-ইমামকে চিনে, তাঁর হাতে বয়াত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন। (পুনঃপ্রকাশিত)

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(৫ম কিস্তি)

ইঞ্জীলের শিক্ষার অবস্থা এতই শোচনীয়, অপহরণ যে দোষের সে কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, মানবের মনোবৃত্তির মাঝে একটি মাত্র মনোবৃত্তি অর্থাৎ ক্ষমা ও ধৈর্যগুণের উন্নতির উপরই ইঞ্জীলে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আপনারা সকলেই অবশ্য অবগত আছেন, সর্বশক্তিমান খোদাতালা মানবকে যা প্রদান করেছেন এর কিছুই অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন নয়; প্রত্যেক মানবীয় শক্তিই স্ব স্ব স্থানে বিশেষ বিশেষ উপকারজনক কাজে ও নিমিত্তে সৃষ্ট হয়েছে। সময় ও অবস্থা বিশেষে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা যেমন উত্তম চরিত্রগুণ বলে গণ্য হয়, প্রতিশোধ, শাস্তিদান ও অধৈর্য হওয়াও তেমনি উত্তম চরিত্রগুণে পরিণত হয়; সদাসর্বদা ক্ষমা দেখানো ও ধৈর্যাবলম্বন উপকারজনক নয়, সদাসর্বদা শাস্তি প্রদানও ফলপ্রদ নয়।

কুরআনে খোদাতাআলা যে মহানীতি শিখিয়েছেন, তা বাস্তবিক কল্যাণজনক ও সুফলপ্রদ-"**যাজাউস্ সাইয়্যিআতুন সাইয়্যি-আতুম্ মিসলুহা ফামান আফা ওয়া আসলাহা ফাআজরাহু ইলাল্লাহু** "যে পরিমাণ কুকর্ম (করা হয়) তারা প্রতিফল ঠিক সে পরিমাণেই (দিতে হয়), কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও তা দিয়ে পরোপকার ও দোষ সংস্কার করে, সে খোদার সমীপে পুরস্কার পায়। (১) এটাই কুরআনের শিক্ষা, কিন্তু ইঞ্জীলে সর্বত্রই অহেতুক ক্ষমা প্রদর্শন করতে ও ধৈর্য অবলম্বন করে থাকতে বিশেষ অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। যে মনোবৃত্তি বিকাশের উপর মানব সভ্যতা সংস্থাপিত, ইঞ্জীলে একে পদদলিত করা হয়েছে, মানব-তরুর সব শাখা একটি শাখার উন্নতি সাধনে বিশেষ জোর দিয়ে অবশিষ্ট শাখাগুলোকে উন্নতি বিধানের কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যীশু তাঁর নিজ নৈতিক শিক্ষানুসারেও জীবন যাপন করতে সমর্থ হন নি; তিনি ডুমুর ফল খাবার জন্য ডুমুর গাছের নিকট গিয়ে তা ফলহীন পেয়ে অভিসম্পাত করেছেন; তিনি পরকে আদর্শবাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন, "কাহাকেও নির্বোধ কহিও না" কিন্তু স্বয়ং কুবাক্য প্রয়োগে এত উন্নতি করেছেন যে, ইহুদীদের নেতৃগণকে "হারামজাদা" বলেছেন এবং তাদেরকে অতিশয় নিন্দিত আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। কার্যতঃ সুনীতি দেখানো নৈতিক শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু যে অপূর্ণ শিক্ষানুসারে তিনি স্বয়ং জীবন যাপন করতে সমর্থ হন নি তা কি কখনও ঈশ্বর-প্রদত্ত শিক্ষা হতে পারে? ফলতঃ পূর্ণ ও পবিত্র শিক্ষা শুধু কুরআনের শিক্ষা। কুরআন মানব-তরুর যাবতীয় শাখা প্রশাখার প্রতিপালন করে; কুরআন শুধু একদিকেই জোর দেয় না; সময় ও স্থান বিশেষে কুরআন ক্ষমা ও ধৈর্য শিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু এ দিয়ে উপকার সাধন করতে হবে, এ শর্ত রেখে দেয়। সময় ও স্থান বিশেষে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাও কুরআন শরীফে বিদ্যমান। অতএব জগতের চির পরিদৃষ্ট অটল ও অনন্ত ঐশ্বরিক নিয়মাবলীর অনুরূপ প্রতিবিম্ব। শুধু কুরআন শরীফেই দেখা যায়, ঐশ্বরিক বাণী ও ঐশ্বরিক কার্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা মানব বুদ্ধিতে অবশ্য স্বীকার্য। ঐশ্বরিক কার্য যে ভাবাপন্ন ও যে বর্ণবিশিষ্ট ঐশ্বরিক বাণীও ঠিক সেই ভাবাপন্ন ও বর্ণবিশিষ্ট হবে। পরমেশ্বরের বাণী পূর্ণ সত্যগ্রন্থে তাঁর কার্যের অনুরূপ শিক্ষা বর্তমান থাকবে; কথায় একরূপ ও কার্যে অন্যরূপ হওয়া, খোদাতাআলার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা ঐশ্বরিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে, তিনি সদাসর্বদা ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শন না করে পাপীদেরকে বিভিন্ন প্রকারে শাস্তি দেন; এরূপ শাস্তির বিবরণ পূর্ববর্তী পুরাতন ধর্মগ্রন্থাবলীতেও পাওয়া যায়। পরমেশ্বর শুধু ক্ষমাশীল পরমেশ্বর নন, তিনি ক্ষমাশীলও বটেন কঠোর শাস্তিদাতাও বটেন। যে গ্রন্থ তাঁর অটল স্বাভাবিক নিয়মাবলীর অনুকূল তাই সত্যগ্রন্থ; যে ঐশ্বরিক বাণী ঐশ্বরিক কার্যের প্রতিকূল নয়, তা-ই সত্য ঐশ্বরিক বাণী। আমরা কখনও এমন নিয়ম দেখতে পাই নি যে, পরমেশ্বর সর্বদাই মানবজাতির প্রতি ক্ষমা ও ধৈর্য প্রদর্শন করেন। এই মাত্র অপবিত্র চরিত্র মানবের শাস্তির নিমিত্তে খোদাতাআলা আমার মারফতে এক মহা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের আগমন সংবাদ প্রদান করে রেখেছেন। এ ভূমিকম্প এদেরকে ধ্বংস করবে। এদিকে প্লেগ মহামারী এখনও এদেশ হতে দূরীভূত হয় নি। ইতিপূর্বে অতীত যুগে নুহের জাতির লোকদের কী দুর্দশা হয়েছিল! লূতের স্বদেশবাসীগণের কী ভীষণ বিপদ ঘটেছিল! অতএব নিশ্চয় জানবে শরীয়তের (স্বর্গীয় বিধানের) মুখ্য উদ্দেশ্য **তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহু** অর্থাৎ মহাসম্মানিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত খোদাতাআলার চরিত্রের আলোকে চরিত্র গঠন। এতেই মানবের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ হয়। যদি আমরা আল্লাহ্তাআলার চরিত্রকে অতিক্রম করে কোন সদাচরণ করতে কিংবা সচ্চরিত্র গঠন করতে অভিলাষী হই তবে তা-ই অধর্ম ও কালিমাময়চরিত্র ও ধৃষ্টতা এবং খোদাতাআলার চরিত্রের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ বলে পরিগণিত হবে। (চলবে)

অনুবাদ - **মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন**
চলিত করণ ও সম্পাদনা
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(গত সংখ্যার বাকী অংশ)

যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও ঈসা (আঃ)-কে জড়দেহে স্বর্গে উত্তোলন করেন, তাঁরা কুরআনের প্রতিকূলে অনর্থক বাক্য উচ্চারণ করেন। কুরআন শরীফে **ফালাম্মা তাও-য়াফ্ফায়তানী** আয়াতে ঈসা নবীর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে এবং **হালকুনতু ইয়া বাশারার্‌রসূলা** আয়াতে কোন মানবের পক্ষে জড়দেহে স্বর্গারোহণ করা অসম্ভব বলে প্রচার করা হয়েছে। খোদার কালামের প্রতিকূল বিশ্বাস পোষণ করা বড় মূর্খতা! **তাওয়াফ্ফি** অর্থ জড়দেহে স্বর্গারোহণ এ অপেক্ষা অধিক মূর্খতা আর কি। প্রথমতঃ কোন অভিধানেই **তাওয়াফ্ফি** অর্থ জড় দেহে স্বর্গারোহণ করা এরূপ পাওয়া যায় না। আবার যেমন **ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী** আয়াত কিয়ামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে অর্থাৎ রোজ কিয়ামতে হযরত ঈসা খোদাআলাকে এ উত্তর দিবেন, তখন এ অর্থ করলে স্বীকার করতে হয় যে, পুনরুত্থান দিবস এসে পৌছলেও ঈসা নবী মরবেন না, মৃত্যুর পূর্বেই জড়দেহে খোদার সামনে হাজির হবেন। কুরআন শরীফের এরূপ তহ্রীফ ও অর্থ পরিবর্তন ইহুদীদের তহ্রীফ অপেক্ষাও গুরুতর।

(১) অনর্থক ক্ষমা করা ও অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া, কুরআন শরীফে অনুমোদিত নয়, কেননা, তাতে মানব চরিত্র বিকৃত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, সামাজিক বন্ধন ভঙ্গ হয়। যে প্রকার ক্ষমায় কোন উপকার বা সংস্কার সাধন হয় তা-ই কুরআনের অনুমোদিত।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্‌র নূর সিফতের ব্যাখ্যা

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শ্রেষ্ঠতম মানব, শ্রেষ্ঠতম নবী, এমন মহাপুরুষ ইতিপূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি, ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করবেন না।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৬ আগস্ট, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা শূরার ঃ ৫৩নং আয়াত পড়ে খুতবা দেন।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

অনুবাদ ঃ "এবং এভাবে আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশবাণী ওহী করেছি। তুমি জানতে না যে, কিতাব কী? এবং ঈমান কী? কিন্তু আমরা একে (বাণী) আলোময় (নূর) করেছি যদ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়াত দেই। এবং নিশ্চয় তুমি (মানুষকে) সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করছ" (সূরা শূরা ঃ ৫৩)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যখনই কোন ব্যক্তি কোন কষ্টে পড়ে যায় বা দুঃখ পায় এবং দোয়া করে, 'হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার বান্দা, তোমার এক বান্দা ও এক বাঁদীর (দাস ও দাসীর) বেটা, আমার মাথার কপালের চুল তোমার হাতে ধরা আছে, আমার সম্পর্কে তোমারই নির্দেশ কার্যকর হবে, আমার সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তই ন্যায়-ভিত্তিক হবে, তুমি তোমার যতগুলো নাম রেখেছ বা তোমার সৃষ্টির কোন ব্যক্তিকে শিখিয়েছ অথবা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছ অথবা তোমার ইলমে গায়েবে বা অদৃশ্যজ্ঞানে নির্ধারণ করে রেখেছে ঐ সমস্ত নামের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, 'তুমি কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের জন্য বসন্তকাল বানিয়ে দাও, আমার বুকের ভেতরের নূর বানিয়ে দাও, আমার ব্যথা -বেদনাকে এর দ্বারা দূর করে দাও।" (যে ব্যক্তি এ দোয়া করবে) আল্লাহ্ তার ব্যথা বেদনা, দুঃখ-কষ্টকে দূর করে দিবেন। তার কষ্ট-কাঠিন্যকে সহজ করে দিবেন। রাবী' (বর্ণনাকারী) বলছেন, 'আমি হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে আরয করেছি, হে রসূলুল্লাহ্! আমরা এ দোয়াটি মুখস্থ করে নেব কি? হুযূর (সঃ) বললেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি যে এ দোয়া শুনেছে সে যেন মুখস্থ করে নেয় (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী সূরা শূরার উপরোক্ত আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ওয়ালাকিন জাআলনাহু নূরা" এখানে নূর অর্থ কুরআন মাজীদ যদ্বারা আমরা মানুষের মধ্যে যাদেরকে হেদায়াত দিতে চাই হেদায়াত দেই।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"এবং এভাবে আমরা নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি রূহ নাযেল করেছি। তোমার জানা ছিল না যে, কিতাব ও ঈমান কাকে বলে। কিন্তু আমরা একে নূর বানিয়েছি। যাকে আমরা হেদায়াত দিতে চাই এর দ্বারা তাকে তা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তুমি (মানুষকে) সোজা পথের দিকে হেদায়াত দান কর" (বারাহীনে আহমদীয়া-৪৭৭ পৃঃ)।

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, (আরবী থেকে অনুবাদ)

"আল্লাহ্‌র কসম! এতো অতুলনীয় হীরা। এর বাইরেও নূর এর ভেতরেও নূর। এর উপরেও নূর, এর নীচেও নূর, এর প্রত্যেকটি শব্দ নূর প্রত্যেকটি বাক্য নূর। এটি এমন এক আধ্যাত্মিক বাগান, যার মাঝে ফলের গাছে খুব সুন্দরভাবে ফল ধরেছে যেমন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এবং ফলের ভারে গাছের ডাল নীচে নেমে এসেছে। পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যবান হবার মত সমস্ত ফল এখানে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক প্রকার আলোকপিন্ড এখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এর কল্যাণময় ঝর্ণার পানি বড় সুস্বাদু ও সুপেয়। অতএব যারা এ পানি পান করে তাদের জন্য শুভসংবাদ।

আমার অন্তরে এর থেকে কিছু পরিমাণ নূর [আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে] প্রবেশ করানো হয়েছে। যা আমি অন্য কোন উপায়ে লাভ করতে পারতাম না।

আল্লাহ্‌র কসম! কুরআন যদি না হোত, আমার জীবনে কোন আনন্দ হোত না, জীবনের স্বাদ পেতাম না। আমি তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ইউসুফের চেয়েও বেশি সৌন্দর্য দেখেছি। সুতরাং আমি তার প্রতি পূর্ণ শক্তি দিয়ে ধাবিত হয়েছি, এবং তার ভালবাসা আমার অন্তরে স্থান দখল করে নিয়েছে।

সে এভাবে আমাকে লালন-পালন করেছে যেভাবে ভ্রুণকে প্রতিপালন করা হয়। আমার হৃদয়ের এক অপূর্ব প্রভাব ঘটেছে এবং তার ভালবাসা আমাকে পাগল করে রেখেছে। আমি এ দিব্য দর্শনে (কাশ্‌ফ) দেখেছি, জান্নাতকে কুরআন মাজীদের পানি দিয়ে সিক্ত করা হয় সজীব রাখা হয়। এ তো অমৃত সুধা (জীবন দানকারী পানি) ভর্তি উত্তাল সমুদ্র সেখান থেকে যে কেউ পানি পান করবে সে নিজে তো জীবন লাভ করবেই; অধিকন্তু অন্যদেরও জীবন দানকারী হয়ে যাবে (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম) রূহানী খাযায়েন; ৫ম খন্ড; পৃষ্ঠা ৫৪৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা ছিল যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাবের যুগে পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছিল এবং একটি মহান আলোর (নূর) প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ঐ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র রহমানী সিফত উত্তেজিত হয়ে মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আকাশের কল্যাণরাজী নিয়ে ভূমন্ডলের প্রতি

দৃষ্টিপাত করল ফলে ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা পৃথিবীর জন্য কল্যাণমন্ডিত হয়ে গেল এবং জগদ্বাসী ওখান থেকে একটি বিরাট অংশ পেয়ে গেল এবং একজন পূর্ণতাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ নবীগণের প্রধান, যাঁর মত কেউ কোনদিন জন্মগ্রহণ করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না। পৃথিবীর হেদায়াতের জন্য আবির্ভূত হলেন (সঃ)। তিনি (সঃ) মানব জাতির জন্য এমন এক উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে আসলেন যার কোন তুলনা হয় না, এমন কিতাব কোনদিন কেউ দেখে নি। সুতরাং এটা ছিল আল্লাহ্‌তাআলার বিরাট ও পূর্ণতম ও অতীব গৌরবময় আধ্যাত্মিক জ্যোতির বিকাশ যা ঐ অন্ধকার ও কালো যুগে মহিমান্বিত আলো (নূর) তিনি নাযেল করেছিলেন। যার নাম 'ফুরকান' (কুরআন), যদ্বারা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে; যা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যাকে উচ্ছেদ করে দেখিয়েছে" (বারাহীনে আহমদীয়া পৃঃ ৩৫১; টীকা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী নযম থেকে কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি।

+ তুমি কি জান, কল্যাণকর হবার দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন কী জিনিস?

তা এক পথ-নির্দেশক যা বেহেশ্‌তের দিকে টেনে নিয়ে যায়!

+ এর ভেতরে দু'টি নূর আছে। একতো জ্ঞানের আলো (নূর) অপরটি ভাষার মাধুর্য যা চাঁদ-এর মত চক্ চক্ করছে।

+ এ তো এমন কিতাব যা সমস্ত কিতাবের উপরে প্রাধান্য পেয়েছে। এ কিতাব দেখার পরে আর কোন সৌন্দর্যই আমার কাছে সুন্দর বলে মনে হয় নি, সূর্যের মধ্যেও না, চন্দ্রের মধ্যেও না।

+ সকল প্রকার, প্রত্যেক প্রকার নূর, কুরআনের মধ্যে রয়েছে কিন্তু মৃত্যুপথ যাত্রীরা ধূঁয়ার দিকে দৌড়ায়।

+ আমি তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিতোপদেশ দানকারী যে আমাকে দেখবে সে আমার নূরানী স্থান বা ঐশী জ্ঞানকে জানতে পারবে" (নূরুল হক প্রথম খন্ড)।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ফার্সী নযমের কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ পেশ করছি।

+ কুরআনের পবিত্র আলো ঝলমল প্রভাত জেগে উঠেছে

হৃদয়সমূহের বাগানে ফুলের কলিগুলোর উপর দিয়ে বায়ূ প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে।

+ এ আলো এত উজ্জ্বল যে, কোনদিন দুপুরের সূর্যের আলোও এমন উজ্জ্বল হয় না।

এমন আকর্ষণ আর এমন সৌন্দর্য তো কোন চাঁদের আলোতেও হয় না।

+ সত্যের এ সূর্য যখন পৃথিবীতে প্রকাশিত হোল

তখন রাতের পূজারী প্যাঁচাগুলো নিজ নিজ

কোটরের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

+ হে সৌন্দর্যের খনি! আমি জানি তুমি কার সাথে সম্পর্ক রাখ

তুমি সেই খোদার নূর, যিনি এ সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা!

+ কারো সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না, এখন তো তুমিই আমার প্রিয়তম! কারণ, সেই প্রার্থনা কবুলকারী খোদার পক্ষ থেকে তোমার নূরসমূহ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি" (বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় খন্ড; পৃঃ ২৭৪ টীকা) (১৮৮২ইং সনে প্রকাশিত)।

অনুবাদ - **মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ২ ঃ
অধ্যায় ঃ ২

বৌদ্ধ মতবাদ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বৌদ্ধ মতবাদ একটি দর্শন; যদিও একে অনেকে ধর্ম হিসেবেও গণ্য করেন, কিন্তু ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের স্বীকৃতি এতে নেই। তবে, এ ধারণা আংশিক সত্য মাত্র, কেননা বৌদ্ধদের সকলেই নাস্তিক নয়। মনে হয়, বৌদ্ধদের প্রধান অংশ, মহাযান সম্প্রদায়ের মনোভাব দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। এ দৃষ্টিভঙ্গীর বৌদ্ধরা মানুষের সহজাত প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করে, যা মহামতি বুদ্ধকে চূড়ান্ত মহিমায় বা চরম শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করেছিলেন বলে তাদের বিশ্বাস। তবে এর সাথে অনেক অপদেবতা ও কুসংস্কারেও তারা বিশ্বাস করে থাকে। ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রতিকল্প হিসেবে এসব অস্তিত্বের তারা শরণাপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার এ নেতিবাচক দিকটি অন্য একটি বিবেচনায়ও

ভ্রান্তিমূলক বলে আমরা মনে করি। বৌদ্ধ ধর্মের আদি উৎস পর্যালোচনায় দেখা যায়, অন্যান্য ঐশী ধর্মের মতই বৌদ্ধধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এবং এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণ মিলে যে,শুরুতে আল্লাহ্‌র একত্বেও তারা বিশ্বাসী ছিল।

বুদ্ধের যুগ বা সময় ৫৬৩ থেকে ৪৮৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। বুদ্ধের অনুসারীরা বুদ্ধকে সরাসরি ঈশ্বর হিসেবে পূজা না করলেও অন্যান্য ধর্মে যেভাবে ঈশ্বরকে মানা হয়, বুদ্ধ বন্দনার সাথে তার সামান্যই পার্থক্য আছে। মূলতঃ বেশির ভাগ বৌদ্ধ ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করলেও কোন একটি অস্তিত্বের উপাসনার গূঢ় আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়ে পোষণ করে। (There seems to be lurking a desire to worship something)। বুদ্ধের প্রতি অতুলনীয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েই তা তারা করে থাকে। মনে হয়, মানবাত্মার এটা একটা সহজাত ব্যাকুলতা যে, সে তার স্রষ্টার উপাসনা করবে। খোদাকে না হলেও খোদারূপে অন্য কাউকে উপাসনার মাধ্যমে সে তার সেই লালিত আবেগের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। এ প্রেরণা থেকেই বুদ্ধকে তার অনুসারীরা পূজা করে, যদিও তারা তাকে সরাসরি খোদা বলে গণ্য করে না। বৌদ্ধদের ধারণা ও কাজের সাথে এটা এক ধরনের অসঙ্গতি যে, তাদের

প্রভু বুদ্ধকে তো একদিকে তারা খোদার অস্বীকারকারী বলে, আবার অন্যদিকে তাকেই খোদার মর্যাদায় আসীন করে পূজা করে। এ অসঙ্গতি দূর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী হতে হবে। বুদ্ধের সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব প্রমাণাদি আমাদের নিকট আছে, এর ওপর ভিত্তি করেই আমরা এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে চাই।

প্রথমেই তিব্বতে যে নিয়মে বৌদ্ধরা প্রধান লামা (Panchen Lama) নির্বাচন করে, সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আচার ও ধর্মীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে নূতন জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে ভবিষ্যতে কে লামা হবে তার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়। তারা এক অলৌকিক শক্তি এবং বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাস করে ও তাদের সাথে যোগাযোগের বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। (Certainly believe in communication with them)।

যা-ই হোক, নাস্তিকতাবাদী বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধ স্বয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। হিন্দু সমাজ কর্তৃক বৈরিতা, বিশেষ করে বুদ্ধের সাথে তদানীন্তন হিন্দু পন্ডিতবর্গ যে শত্রুতা করেছিলেন তা তাদের দেবতা বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করার অভিযোগেই করা হয়েছিল বলে বুদ্ধদের অভিমত। তবে সাধারণভাবে বৌদ্ধরা এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হয় না। তারা সরাসরি এ মতামত ব্যক্ত করেই মনে হয় যথেষ্ট পরিতুষ্ট যে, বুদ্ধ নিজেই ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করে গেছেন।

এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যালোচনা করলে কিন্তু বুদ্ধের প্রতি আরোপিত অপবাদ ধোপে টিকে না। এ ব্যাপারে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে, তা সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনা ও অবস্থাগত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমেই নিরসন করা দরকার বলে আমরা মনে করি। এ জন্যে বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শনের বিকাশে যেসব ব্যক্তি বা কর্মকান্ড ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল, তার সাথে বর্তমানে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা-ও মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

এ ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রায় ৫শ' বছর পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবেই বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও দর্শনের বেশির ভাগ প্রচার করা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ছিল শুধু সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত শিলালিপি, যার মধ্যে বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষার অন্যতম কিছু বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছিল। সম্রাট অশোকের সময় ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ পর্যন্ত, যা তার আধ্যাত্মিক গুরু, মহামতি বুদ্ধের প্রায় ৩শ' বছর পরের ঘটনা। বুদ্ধের যে বাণী ও শিক্ষা অশোকের ধারণায় চিরায়ত প্রাণশক্তির সন্ধান দিতে পারে, সেগুলোকেই তিনি লিখিতরূপে খোদাই করে সেসব শিলালিপিতে উদ্ধৃত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা তখন পর্যন্ত লিখিতরূপে সংরক্ষিত হয় নি বিধায় এ শিলালিপি যে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ও দর্শন উপলব্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। আর বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে অশোকের ভূমিকাকে অদ্যবধি কেউ চ্যালেঞ্জ করে নি। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্মের যেসব বৈশিষ্ট্য বা বুদ্ধের জীবনের বড় বড় ঘটনা যার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, এবং যেসব বিষয়ে মত পার্থক্য খুব একটা নেই, সেগুলোও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যার সময় উপস্থাপন করা যেতে পারে। বুদ্ধের আসল শিক্ষা থেকে কেউ যেন দূরে চলে না যায়, সেজন্য আমার মতে এ দু'টি উৎসকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। অর্থাৎ বুদ্ধের জীবন-ভিত্তিক ঘটনা ও উদ্ধৃতি এবং অশোকের শিলালিপি। বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যায় এ দু'টিকেই ধরে নিতে হবে মূল নির্দেশক বা মানদন্ড হিসেবে। এর বিপরীতধর্মী যেসব ধ্যান-ধারণা, তাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

মহামতি বুদ্ধের উপর যেসব জীবন চরিত লিখা হয়েছে সেগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এটাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে আগত নবী-রসূলদের মতই মহৎ ও আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন বুদ্ধ। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কার্যক্রমে যে সার্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায় তা-ও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সমাগত নবী-রসূলদেরই অনুরূপ। কিন্তু একটি মারাত্মক ব্যাখ্যাজনিত বিভ্রান্তির ফলে বুদ্ধের কিছু উক্তি বা কাজ, যা সর্বসাধারণ্যে বুদ্ধের শিক্ষা হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে, তা প্রকৃত বুদ্ধের শিক্ষাকে না বুঝেই করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ বিষয়টির ভিত্তি হচ্ছে এ কথা যে, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। আমরা এ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে একটি ঐশী-বাণী ভিত্তিক ধর্ম-ব্যবস্থা আর স্বয়ং বুদ্ধ ছিলেন একজন আল্লাহ্‌র নবী। তিনি বিভিন্ন যুগে প্রেরিত অগণিত নবী-রসূলের মতই তাঁর যুগে আল্লাহ্‌র বাণী তাঁর সমাজের লোকদের নিকট প্রচারের গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, বৌদ্ধ ধর্ম বা বুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে অধিকাংশ পন্ডিত যেসব চর্চা করেছেন, তারা ধর্মের মানদন্ড কী হবে তা নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের সারিতে একে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত, বুদ্ধ যদি নিজেই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হন, তাহলে তার শিক্ষা কীভাবে ধর্মের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে? এক্ষেত্রে তো চিরায়ত ধর্মের সংজ্ঞাকেই অস্বীকার করতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত হলো, উপরোক্ত পণ্ডিতদের ধারণা ও বিশ্বাস যেভাবেই প্রভাবান্বিত হোক না কেন, অন্ততঃ বুদ্ধের শিক্ষাকে যে তারা ধর্ম হিসেবে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন, তা সঠিক। আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, বৌদ্ধ ধর্ম ঐশী উৎসের সাথে সম্পর্কিত একটি চিরায়ত ধারার ধর্ম-ব্যবস্থা। আমাদের দাবীর সমর্থনে আমরা সেসব উৎস ও মানদন্ডকেই তুলে ধরবো যেগুলোকে সাধারণভাবে অন্যান্য বৌদ্ধরা উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। এসব সনদের ভিত্তিতেই আমরা প্রমাণ করে দেখাবো, বৌদ্ধধর্ম খোদাবিহীন অদ্ভুত কোন বিষয় নয়, বরং অন্যান্য ঐশী ধর্মের মতই বুদ্ধ ধর্মও একটি ঐশী ধর্ম।

আমাদের জানামতে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে খোদাহীন বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় জন-সমক্ষে ছড়িয়েছে, তা মূলতঃ অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন পাশ্চাত্য পন্ডিতের বিভ্রান্তি থেকে জন্ম হয়েছে। কতিপয় বৌদ্ধ পন্ডিত পালি ভাষায় বুদ্ধের শিক্ষা বিষয়ে কিছু অনুবাদ-কর্ম সম্পাদন করেন, যারা নিজেরা ছিলেন নাস্তিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ফলে স্বকীয় পসন্দ ও প্রবণতার প্রতিফলন তাদের অনুবাদ-কর্মেও ছায়া ফেলেছিল। আর পাশ্চাত্য পন্ডিতদের বুদ্ধ সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি ছিল সেসব অনুবাদ-কর্ম। কেননা, মূল পালি ভাষা সম্পর্কে তাদের কারোরই খুব একটা পরিচয় ছিল না। তাছাড়া নিজেরা বিশ্বস্ত উৎস থেকে বুদ্ধের শিক্ষা পর্যালোচনা না করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধারণাকে ভিত্তি করেই তারা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, এবং এভাবেই খোদাহীন বৌদ্ধ ধর্মের ধারণাকে বিস্তৃতি দিয়েছিল।

এ প্রেক্ষাপটে এমন একজন ব্যক্তির উল্লেখ করা এখানে জরুরী বলে মনে করি যিনি পাশ্চাত্য পন্ডিতদের এ প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু থেকে বিশ্ববাসীর নিকট নূতন করে বুদ্ধের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি হচ্ছেন ভারতের কাদিয়ান অঞ্চলের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫ থেকে ১৯০৮)। তাঁর মতে বুদ্ধ শুধু খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসীই ছিলেন না, বরং যুগে যুগে আগত অন্যান্য নবী-রসূলদের মত বুদ্ধও ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন

নবী, এবং একজন নবীর গুণাবলীই বুদ্ধের মাঝে বিকশিত হয়েছিল। অন্যান্য নবীর মতই বুদ্ধ স্বর্গ-নরক, ফিরিশ্‌তা, শয়তান ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। হ্যাঁ, বুদ্ধ বেদান্তকে অস্বীকার করেছেন, যার মধ্যে হিন্দু দেব-দেবী সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ছিল, মানুষরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ হওয়ার কাহিনী ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদেরকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। কেননা, এসব ব্রাহ্মণরাই তাদের ভুল ব্যাখ্যার ফলে মূল ঐশী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হিন্দু ধর্মের বিকৃতি সাধন করেছিল। তাই বুদ্ধ কখনো ঈশ্বরকে নয়, বরং ব্রাহ্মণদের বহু ঈশ্বর, দেব-দেবী ও সত্য বিচ্যুত যেসব ব্যাখ্যা তৎকালীন হিন্দু ধর্মের আবরণে দাঁড় করনো হয়েছিল, সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলেন।

যা-ই হোক, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বুদ্ধ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুব বেশি দিন তার একক কণ্ঠে সীমাবদ্ধ থাকে নি। কিছুদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্যের ২য় প্রজন্মের কিছু পন্ডিত ও গবেষকদের কণ্ঠেও তাঁর অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর কথা ধ্বনিত হতে থাকে। ফ্রান্সের ডঃ গুস্তাত লেবন হচ্ছেন এমনই একজন প্রখ্যাত পন্ডিত ও গবেষক (১৮৪১ থেকে ১৯৩১), যিনি হযরত মির্যা সাহেবের কথার সমর্থনে জোর দিয়ে বলেন ঃ "এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কতিপয় ইউরোপীয় গবেষক, যারা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে লিখেছেন, তারা ভারতের স্মৃতিস্তম্ভ ও শিলালিপিতে উদ্ধৃত বাণীকে মোটেই অনুসন্ধান করেন নি। আমরা মূলতঃ তাদের লেখাগুলোর মাধ্যমেই বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জেনেছি। তারা কোন দিন ভারতে যান নি। তারা শুধু কতিপয় বই থেকে বৌদ্ধ সম্পর্কে পড়েছেন, যা বুদ্ধের মৃত্যুর ৫-৬ শ' বছর পরে লিখিত হয়েছে। ... দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের যথাযথ পরিচিতি অজ্ঞাত থেকে গেছে। আসল ধর্মের শিক্ষা যা বাস্তবে অনুশীলন করা হয়, তার সাথে তাদের অধ্যয়ন সূত্রে বর্ণিত ধর্মের কোনই মিল নেই (These being absolutely alien to the religion practised in reality)"।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি পর্যন্ত ডঃ লেবনের মন্তব্য সঠিক হলেও আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করি, পরবর্তীতে তিনি নিজেও বুদ্ধের সঠিক শিক্ষা বুঝতে ভুল করেছেন। যেমন, "শিলালিপিতে খোদিত বুদ্ধের কোন কোন শিক্ষা উল্লেখিত পুস্তকের বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। এ সমস্ত শিলালিপিতে খোদিত বাণী যা এ ধর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে, তা মোটেই নাস্তিক্যবাদী কোন দর্শন নয়। পরন্তু বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্ম ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে এটা হচ্ছে অন্যতম" (The most polytheistic out of all the cults)। ডঃ লেবনের এই শেষের বাক্যাংশটি যে সঠিক নয় তা আমরা অচিরেই বিশ্লেষণ করে দেখাব।

তবে তার আগে আমরা আরেকজন প্রখ্যাত পন্ডিত, আর্থার লিলি কর্তৃক বর্ণিত একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মন্তব্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর্থার লিলি বিরচিত পুস্তক India in Primitive Christianity (বা প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় যুগে ভারতবর্ষ) থেকে দুটো উদাহরণ এখানে তুলে ধরে আমরা তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরিচিত হতে চাই।

কাটক নদীর পূর্ব দিকে, যা জগন্নাথ থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত, একটি শিলাখন্ড রয়েছে যা পারধলী (Pardohli) নামে পরিচিত। উক্ত পারধলী শিলাখন্ডে বুদ্ধের বাণী সূত্রে লিখিত হয়েছে, "এ পৃথিবীর বস্তুরাজির প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে এক ধরনের অবাধ্যতা ...। সত্য বলে স্বীকার কর যে, 'ঈশানাই' হচ্ছেন ঈশ্বর, যাকে আরাধনা করতে হবে। আমি তোমার কাছে ঘোষণা করছি যে, স্বর্গ প্রাপ্তি বা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। আর এ অপরিমেয় সম্পদ (Inestimable) লাভে তোমরা অবশ্যই ব্রতী হবে।" শিবরাম এ্যাপ্টের সংস্কৃত/ ইংরেজী অভিধান অনুযায়ী 'ঈশানা'র অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর বা শিব। অন্য এক শিলালিপি থেকে আর্থার লিলি উদ্ধৃত করেন, "এ মহূর্ত থেকে আমি চাই, ধর্মীয় উপদেশকে প্রচার করা হোক, যাতে মানুষ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে সঠিক পথের অনুসরণ করে। সকল প্রশংসাই ঈশ্বরের (ঈশানার) (Give glory to God Isana)। উপরোক্ত দুটো উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বুদ্ধ ধর্মের আদি সূত্র অনুযায়ী বুদ্ধ (আঃ) ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন মহান শিক্ষাগুরু। আল্লাহ্ তাঁর আত্মার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। তাছাড়া উক্ত বর্ণনায় একবচনে ঈশ্বরের পরিচিতিও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বুদ্ধধর্মের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় যে বিশ্বাসযোগ্য উৎস তা হচ্ছে সেসব বর্ণনা যা বুদ্ধের প্রায় ৫শ' বছর পর বাণীবদ্ধ হয়েছে। এসব সাহিত্য পর্যালোচনা করলেও একথার যথেষ্ট সাক্ষ্য মিলে যে, বুদ্ধ সংশয়বাদী বা নাস্তিক কোনটাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তি। ত্রিপিটক (বা তিনটি বাক্স) নামে যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আছে তা তিনটি অংশে বিভক্ত (১) বিনয় পিটক (আচার-আচরণ সংক্রান্ত ধারণা), (২) সূক্ত পিটক (সত্য সংক্রান্ত উপদেশ) এবং (৩) অভিধর্ম পিটক (ধর্মের বিশ্লেষণজনিত ব্যাখ্যা)। ত্রিপিটকে বিবৃত বিষয়-বস্তু থেকেও বুদ্ধের জীবন দর্শন কী ছিল, তা জানা যায়।

যেমন সূক্ত পিটকে একটি অধ্যায় রয়েছে যার শিরোনাম হচ্ছে 'দূরবর্তী তীরে যাত্রা' (Going to the Far shore) । মৃত্যুকে জয় করার লক্ষ্যে কী করতে হবে তা-ই উক্ত অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। বুদ্ধের মতে যারা তাদের অহং বা স্বার্থপরতাকে জয় করেছে (Overcome their ego), এবং 'খুদীকে' খোদায় বিলীন করেছে (Becoming at one with God), তাদের জন্য জন্ম-মৃত্যু নিয়ে উৎকণ্ঠার কিছু নেই। সম্ভবত এ বিষয়টিকে ব্রাহ্মণদের মুক্তি বা নির্বাণের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ বুদ্ধ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ পৃথিবীর বুকে, মৃত্যুর পূর্বেই উক্ত পরিণতি যারা অর্জন করতে সক্ষম হবেন, তাদের প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন। অর্থাৎ পরকালের স্বর্গে কোন ব্যক্তির প্রবেশ অধিকার নেই, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই তা অর্জন করে। বুদ্ধের এ বাণী কুরআনের শিক্ষার খুব কাছাকাছি। অতএব, মৃত্যুকে জয় করার বিষয়ে বুদ্ধ এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, মানুষ যদি 'বাখোদা' বা খোদার মধ্যে বিলীন হয়, তখন মানুষ জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে উঠে চিরন্তন মর্যাদার (Becomes eternal) অধিকারী হয়। জন্মের এ সার্থকতার জন্যই তাদের স্মৃতি চির অমলিন থাকে, যা এক অর্থে মৃত্যুকে জয় করারই শামীল।

অধ্যায়টির শেষ অংশে বুদ্ধের একজন অনুসারী, পিংগিয়ার মৃত্যু শয্যাকালীন কিছু উদ্ধৃতির বর্ণনা আছে, যা তাকে বুদ্ধের শিষ্য হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। মৃত্যুর পরবর্তী ব্যক্তিগত চিন্তা বা বিশ্বাসের প্রতিফলন ও আমরা সেখানে উচ্চারিত হতে দেখি। যেমন, "নিশ্চয়ই আমি তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি, যিনি অনড়, অবিচলিত এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে এবং সজ্ঞানে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি।" বুদ্ধের একজন একনিষ্ঠ অনুসারীর মৃত্যুকালীন এ সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধ ধর্মে নাস্তিকতা নয়, বরং অন্যান্য ঐশী ধর্মে স্বীকৃত এক খোদার অস্তিত্বের কথাই বলা হয়েছে, যিনি অনড়, অবিচলিত এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই। মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (চলবে)।

অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৪-০৫-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন)

প্রশ্ন নং ১ ঃ ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, যে-ই জান্নাত হুযূর (সঃ)-এর সময় ছিল খেলাফতে রাশেদার সময় থাকে নি। খেলাফত শেষ হবার জন্যে মূলতঃ দায়ী কে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সত্যিকার অর্থে মুসলমানরাই এর জন্যে দায়ী। যেভাবে খেলাফতের কদর করার দরকার ছিল তা তারা করে নি। সুতরাং খেলাফত-ব্যবস্থা শেষ হওয়ার জন্যে তখনকার মুসলমানরাই দায়ী।

প্রশ্ন নং ২ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পার্থিব নেযাম ও রূহানী নেযাম খলীফারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। ইসলামের শেষ যুগে খলীফাগণ পার্থিব নেযাম কেন এড়িয়ে চলবেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পার্থিব ব্যবস্থাপনা ইচ্ছা করলেই নিজ হাতে নিতে পারেন না। এটা অবস্থার ওপরে নির্ভর করে। একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্থিব-ক্ষমতা খলীফার হাতে আসতে পারে। রসূলে করীম (সঃ)-এর উভয় ব্যবস্থা এক হাতে ছিল। আমি কীভাবে কোন দেশের ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারি? এটা সম্ভব নয়। অবস্থা পরিবর্তন হবে। তখনও রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা অন্যদের হাতে থাকবে। খলীফা হবেন শুধু পরামর্শদাতা। আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন আর পার্থিব ব্যবস্থাপনায় তিনি শুধু পরামর্শ দিবেন।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ মানুষ বিভিন্ন সূত্রে যেমন ধর্ম বর্ণ রং ইত্যাকার পরিচয় বহন করে থাকে। এমনকি একাধিক সূত্রেও পরিচয় বহন করে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ নিয়ে বিতর্ক হতে দেখা যায় যে, মানুষ কি নিয়ে পরিচিত হতে পারে। এ বিষয়ে হুযূর (আইঃ) আলোকপাত করলে খুশী হবো।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আপনার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর রয়েছে। মানুষকে তার সেসব চিহ্নের মাধ্যমে চিনা যাবে যা আপনি উল্লেখ করেছেন যেমন তার ধর্ম, বর্ণ, রং বা তার পটভূমি প্রভৃতি। কোন একটির মাধ্যমে তাকে চিনা যায় না।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ সূরা তাতফীফে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, একটি হলো 'মিস্ক' অপরটি হলো 'তসনীম'। এগুলোর তাৎপর্য কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষ্যানুযায়ী জান্নাতীদের যে পানীয় দেয়া হবে তাতে 'তসনীম' ও 'মিসক' মিশ্রিত থাকবে। 'তসনীম' আনন্দের প্রতীক। জান্নাতীরা যেসব ফল-ফলাদি পাবে বা অন্য যেসব জিনিস তারা পাবে তার যে আনন্দ তা 'তসনীম' শব্দের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় শব্দ হলো 'মিসক' অর্থাৎ কস্তুরী। মানবীয় কামনা-বাসনাকে দমন করার জন্যে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো জান্নাতে জৈবিক কোন কামনা-বাসনা থাকবে না। এখানে ভাষার এক রকম হেরফের হয়ে গেছে। হোমিওপ্যাথিতে এটা কামনা-বাসনা দমনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। আর এলোপ্যাথি মতে এর ব্যবহারের ফলে মানুষের এ ধরনের চাহিদা প্রবল হয়ে উঠে।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ কুরআন করীমে মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের জন্যে 'সাখারাতুল মাওত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ অবস্থার সম্মুখীন হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ 'সাখারাতুল মাওত' সাধারণভাবে সকলের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা বা মৃত্যু-ঘোর। মৃত্যুর কষ্টের জন্যেও এ শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র ফযলে ও অশেষ মেহেরবানীতে কিছু লোককে অতি সুন্দরভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ অনেক দিন থেকে আমার জানার ইচ্ছা ছিল। আমরা উৎসাহের সাথে কাজ আরম্ভ করি। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে কাজটা শেষ করতে পারি না। দেখা যায় এর কারণ হলো নিজ গাফিলত বা অনেক বাধা-বিপত্তি। তাই আপনার কাছে একটি দোয়া জানতে চাচ্ছি যা পাঠে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যাবে এবং কাজটির শেষ পর্যন্ত যেতে পারি।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এর একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ্‌তাআলার নিকট আন্তরিকভাবে ও নিষ্ঠার সাথে দোয়া। যখন কাজ আরম্ভ করো তখন দোয়া করো, হে আল্লাহ্! আমাকে এ কাজটি সফলভাবে আরম্ভ করতে দাও এবং শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে দাও। যদি আন্তরিকতার সাথে এ দোয়া করতে থাকো তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবেন।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ইসলামে পেনশনের অনুমতি আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কেন নয়? রাবওয়া ও কাদিয়ানে লোকেরা পেনশন পায়। মানুষ অহরহ পেনশন পাচ্ছে। ইসলামে এ ব্যবস্থা না থাকলে আমরা এটা প্রবর্তন করতে পারতাম না।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ স্কুল ছাত্র হিসেবে টেলিভিশন থেকে কীভাবে উপকৃত হতে পারি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ স্কুলের ছাত্রদের টেলিভিশনের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ প্রোগ্রামই ক্ষতিকর বা নোংরামীতে ভরপুর। বিশেষ করে বিজ্ঞাপনে থাকে। এতে নাচ ও নানা প্রকার অর্থহীন অঙ্গভঙ্গী থাকে। তবে আসক্ত না হয়ে তুমি ভাল ভাল বিশেষ প্রোগ্রাম দেখতে পার যেমন কার্টুন, কাহিনী এবং সংবাদ দেখতে ও শুনতে পার। এগুলো দ্বারা তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসারীদেরকে জান্নাতে 'কাওসার' থেকে পান করানো হবে। হুযূর কাওসার কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ 'কাওসার' অর্থ সীমাহীন কল্যাণ। এমন একটি পানীয় যা শেষ হবার নয়। হুযূর (সঃ)-এর হাতে যে আধ্যাত্মিক পানীয় থাকবে তা কখনও শেষ হবে না।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ অন্য নবীদের (আঃ) অনুসারীরা কি কাওসার পাবে না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, 'কাওসার' কেবল মুসলমানদের জন্যে এটি বিশেষ নেয়ামত।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পর্দা করার অনুমতি দেয়া হয় না। এমন প্রতিষ্ঠানে আহমদী মেয়েদের কী করা উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমার মনে হয় না এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে, যা পর্দা করতে দেয় না। পর্দা পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপরেও নির্ভর করে। কেউ যদি দোকানে কাজ করে তাহলে সে তো পর্দা করতে পারবে না। সেখানে তাকে

শালীনতা রক্ষা করে কাজ করতে হবে। তাকে মোটামুটি রেখে-ঢেকে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। এটিই হলো সে অবস্থার পর্দা।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর সন্তানদের জন্যে অনেক দোয়া করে গেছেন। সেই দোয়াগুলোর ওপরে কিছু আলোকপাত করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্যে যে দোয়া করে গেছেন কেউ যদি দুররে সামীন পাঠ করেন তাহলে তা জানতে পারবেন। আল্লাহ্তাআলার কাছে তিনি সন্তান-সন্ততির জন্যে বহু কিছু দেয়ার জন্যে দোয়া করেছেন। এখন তো আমার সেগুলো মনে নেই তবে দুররে সামীন পাঠ করলে তা জানা যাবে।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ রাবওয়ায় বিভিন্ন অফিসে আহমদী জামাতের পতাকা উড়ায় এখানে পতাকা উড়ায় না কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এখানেও জলসা সালানার সময় সব পতাকা উড়ানো হয়। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সব সময় এগুলো উত্তোলন করা উচিত নয়। এতে মানুষ অভ্যস্থ হয়ে যায়। বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় পতাকা উত্তোলন করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ কাঁদলে চোখে পানি আসে কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমি এর উত্তর দিতে পারব না। এটা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ যখন কাঁদে বা কোন দুঃখের সংবাদ পায় তখন তার চোখ দিয়ে পানি ঝরে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ কুরআন করীমে হযরত আদম আলায়হেস সালামের সাথে 'জওয' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দের তরজমা কি জোড়া বা সাথী করা যেতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না শুধু 'জওয'ই অনুবাদ করতে হবে। আপনারও তো একটি 'জওয' আছে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ হুযূর নিম্নোক্ত আয়াত দু'টো বুঝা যাচ্ছে না, একটু বুঝিয়ে বলুন।

"এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমরা তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করিয়া থাকি।

"এবং আমরা নিশ্চয় উহার সদৃশ আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪২-৪৩)।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ আয়াতে আসলে রসূলে করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। বলা হয়েছে যে, এখন মানুষ নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করে। কিন্তু এমন কিছু সামুদ্রিক অনুরূপ ভ্রমণ-মাধ্যম আবিষ্কৃত হবে যা চলাচল করবে। আজকে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কি খলীফাতুল্লাহ্ ছিলেন নাকি খলীফাতুর রসূল ছিলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ খলীফাতুর রসূল অর্থাৎ রসূলে করীম (সঃ)-এর খলীফা ছিলেন।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ যখন কোন মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয় বা কোন কাজে ব্যর্থ হয় তখন তার প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে সাহসীকতা ও বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। নিরাশ বা হতাশা হওয়া উচিত নয়। ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করার জন্যে তার সর্বতোভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। গজনীর সুলতান মাহমুদ এক পিঁপড়ার চেষ্টা করা দেখে উৎসাহিত হন এবং বার বার চেষ্টা করার ফলে সফলতা লাভ করেন।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ) প্রত্যেক দিন বেশি বেশি 'ইস্তিগফার' করতেন। ইস্তিগফার কখন কীভাবে করতে হবে এবং নিজ ভাষায় যদি ইস্তিগফার করি তাহলে তা হবে কিনা।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, করতে পারেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) আল্লাহ্র নিকট ইস্তিগফার করেছেন। তাঁর দুর্বলতা ঢেকে দেয়ার জন্যে তিনি দোয়া করেছেন। তিনি (সঃ) পাপ করেছেন এজন্যে ইস্তিগফার করেন নি বরং পাপ থেকে যেন রক্ষা পেতে পারেন সেজন্যে ইস্তিগফার করেছেন। আপনি দিন রাত দোয়া করলে আপনিও পাপ এড়িয়ে চলতে পারবেন।

সংকলন - **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

ইসলামের আত্মকথা

আমার কিছু কথা ছিল

আত্মকথা, কেউ শুনবেন কি? তা হলে বলছি-

আপনারা অবগত আছেন যে, আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের হেরা পর্বতের গুহায় আমার জন্ম। তৎকালে আরব এলাকার প্রায় সবটাই ছিল অরাজকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মূর্তি আর পুতুল পূজা, মদ্যপান, জুয়া খেলা এবং গোত্রে গোত্রে কলহ-বিবাদই ছিল তখনকার সময়ে সেখানকার লোকদের নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজ। এছাড়া পরস্পরের মধ্যে পরম হিংসা ও মারামারি আর মেয়ে সন্তানকে জীবিত কবর দেয়ার মত নির্মম ঘটনাও ছিল তাদের সামাজিক জীবনের সাধারণ কাজ। বিবাহ বন্ধনেও ছিল না তেমন কোন নৈতিক বাছ-বিচার, আরববাসীদের ঠিক এহেন নৈতিক ঘৃণ্যতম অধঃপতনের প্রাক্কালেই আমার আগমন ঘটে সেই আরব ভূমে। ইসলাম তথা শান্তি, স্বর্গ-স্বীকৃত শান্তির সওগাত নিয়ে আমি আবির্ভূত হলাম তাদের সেই নষ্ট জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে। ভেবেছিলাম "শান্তি" সে তো সবাই চায়। তা সকলেরই কাম্য। সুতরাং আমার নাম শ্রবণ মাত্রই সারা আরবের সব জনাই আমাকে সাদরে লুফে নিবে, সাগ্রহে গ্রহণ করবে। কিন্তু হায়! ফল হলো তার উল্টো। সেদিন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিটি গোত্রের প্রতিজনকে ডেকে একত্র করে যখনই বলা হলো সৃষ্টার তরফ থেকে আগত এ "শান্তি" সকলকেই গ্রহণ করে নেয়া উচিত। ঠিক তখনই সমবেত জনতার সমকণ্ঠে রব উঠল তা ভন্ড, তা মিথ্যা, তা পাগলের প্রলাপ মাত্র। স্বীয় আত্মার উপর বিনয়ী ও তাকওয়াপরায়ণ কেবলমাত্র দরিদ্র এক কাপড় ব্যবসায়ী সেই সিদ্দীক (রাঃ) ও ধনাঢ্য এক মহিয়ষী মহিলা খদীজা (রাঃ) ব্যতীত আর আমার ঘোষিত ঐ সত্যে কেউ স্বীকৃতি দিল না। বরং আর সবাই আকাশ বিদীর্ণ করে চীৎকার দিয়ে বলে উঠল, "তুমি মিথ্যুক, তুমি উন্মাদ, তুমি ধর্ম বিনষ্টকারী যাদুকর,।" আর সেই তখন থেকেই শুরু হলো আমার উপর উপর্যুপরি অত্যাচারের তান্ডব-লীলা আর নিকৃষ্ট নির্যাতনের নির্মম কার্যকলাপ; কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ করার অবকাশও আমার নেই, আদেশ ও ছিল না, তাই অবিরাম গতিতে অনবরত চলল আমার উপর সেই বর্ণনাতীত নিষ্ঠুর নির্যাতন আর নিদারুণ আচরণ যা কালে কালে স্বর্গের দূত সকলেই ভোগ করে গিয়েছেন। আমি তার সবটুকু বলে সবাইকে কাঁদাতে চাই না। আমার জীবন ইতিহাসই এর জন্য যথেষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধবাদীরা তাদের দুষ্ট ঈর্ষা চরিতার্থ করতে কত কি না করেছে। তারা আমার প্রিয়জনের কলিজা নিয়ে তামাসা করেছে, বহুভাবে বহু যুদ্ধ করে আমার আপনজনের কারো সন্তান, কারো পিতা কিংবা কারো স্বামীর জীবন হনন করেছে, চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে কষ্ট দিয়েছে। কারো বুকের উপর পাথর দিয়ে তপ্ত বালুকায় শুইয়ে রেখেছে, কাউকে আবার তার পিঠে জ্বলন্ত কয়লার আগুনে সেঁকা দিয়েছে। তথাপি তারা আমার হয়ে আমারই পক্ষে 'আহাদ', 'আহাদ' বলে জোর কণ্ঠে শ্লোগান দিয়েছে। সেই নিপীড়নের কাহিনী বড়ই দীর্ঘ বড়ই নিদারুণ, যার সবটুকু

শুনলে অনেকেরই হয়ত দম বন্ধ হয়ে আসবে। তাই অধিক বলা থেকে বিরত রইল। সবশেষে মনস্থির করলাম মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় গমন করব।সেই ইচ্ছায় কোন এক নিশীথে বিপক্ষগণের কঠিন প্রহরার মাঝ দিয়ে একমাত্র সঙ্গী প্রিয় আবূ বকর (রাঃ)-কে সাথী করে যাত্রা করলাম সেই মদীনার পথে। তবে পিছু ছুটে আসা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষাকল্পে শেষটায় আমরা আশ্রয় নিলাম সওর গুহায়। পিছু ধেয়ে আসা আক্রমণকারীগণের মধ্যে পদচিহ্ন বিশারদের মন্তব্য ছিল, "হয় আমরা এ গুহায়, নচেৎ আমাদের উত্থান আকাশে"; কিন্তু পৃথিবী বিজয় না করা পর্যন্ত পৃথিবী তো আর আমাকে বিদায় দিতে পারে না, তাই ফূ দিলে যে ঘর ফুরিয়ে যায় সেই মাকড়সার দুর্বল ঘরই সেদিন সেই গুহায় আমাদেরে আসন্ন মহা সংকট থেকে রক্ষা করল। তারা উঁকি দিয়ে একবারও দেখল না, এ গুহায় তেমন কেউ আছে কিনা। কেবল একেই বলে, "রাখে আল্লাহ্ মারে কে" যা-ই হোক, এখান থেকে প্রস্থান পথে আমাকে নিঃশেষ করার বিনিময়ে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে ছুটে আসা সুরাকাও মহান আল্লাহ্‌র অলৌকিক নিদর্শন দর্শনে তাঁর পথে আত্মসমর্পণ করল।

এরই মাঝে অনেক দিন অনেক মাস ও অনেক বছর পার হয়ে গেল, দুঃখ-বেদনা ও সাফল্য বিজড়িত অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অতঃপর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তথায় আমার শান ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন সে অধম চরিত্রের চরম অত্যাচারীকেও পরম উদারতায় মার্জনা করা হলো। সকলেরই চৈতন্যবোধ জাগলো। ফলে খোদা প্রাপ্তির নেশায় খোদা অন্বেষণকারীগণ দলে দলে এসে আমার দলে ভীড় করতে লাগল। অতঃপর তাদের আত্মোৎসর্গের প্ররণায় দিক্-বিদিক আমার নাম ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। পুতুল পূজারীরা খোদা-প্রেমিকে পরিণত হলো। আমার চরম শত্রুগণও আমার পরম প্রিয়জনে পরিণত হলো। হিংসা ও বিদ্বেষ পরিপূর্ণ পাথর মনের মানুষগুলোও শেষটায় কাদার মানুষে পরিণত হলো। মাতালগুলো মদ্যপান এবং জুয়ারীরা জুয়া খেলা ছাড়ল। কালক্রমে আমার বিশিষ্ট খলীফাগণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্ম-চেষ্টায় দ্রুততর গতিতে আমার খ্যাতি ও প্রভাব রাজ্য থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং সৎমনের সকলেই আমাতে আত্মসমর্পণ করে আমাকে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করল।

কিন্তু, "মহাকালের শপথ নিশ্চয় ইনসান বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং তাহারা একে অপরকে সত্যের তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে ..." (সূরা আসর)- খোদার সেই শাশ্বত বিধান অর্থাৎ মানবের স্বভাবজ অবস্থার কারণে কালক্রমে আমার অনুসারীদের মধ্যেও নেমে আসে ধর্মের অমানিশা, সত্যের পরাকাষ্ঠা হতে তারা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে পড়ল। স্বার্থ ও পার্থিব লোভে আক্রান্ত হয়ে তারা মূলকে ছেড়ে ভুলের মধ্যে নিপতিত হলো। আমার বৈশিষ্ট্য ও কুদরতকে অতিরঞ্জিত করে আমাকে কিম্ভূৎকিমাকার এক রূপ দিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করল, আমি যা বলি নি তা তারা বলে, আমি যা করি নি তা তারা করে এবং যা নিষেধ করি নি তা থেকে বিরত থেকে, আমার আগমনেরও পাঁচশ' বছরের আগের এক নবীকে সশরীরে আকাশে জীবিত রাখার পাঁয়তারা করে তারা আমার সুনামকে চরমভাবে দুর্নামে পরিণত করল। পুণ্যেশূন্য তথাকথিত ধর্ম পন্ডিতগণ বড়াই-এর লড়াই-এ মেতে আমাকে বাহাত্তরের অধিক খন্ডে খন্ডিত করে নিজেরা রক্তঝরা দ্বন্দ্বে উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা আমার অনুশাসনের বাইরে এসে একে অপরকে ফতওয়া দিয়ে ধর্মত্যাগী করার তৎপরতায় মেতে উঠল। তাদের পরস্পরের বেদমভাবে শুরু হলো আত্মমর্যাদা ও প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতা, ফলে ধর্মের নয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জাহিরে মেতে উঠল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায়। আর এ সুযোগে আমার সেই অতীত শত্রুগণ আমাকে যেনতেনভাবে নাজেহাল করার প্রয়াস নিল, আমার অনুসারীদের ইত্যকার অমানবিক কর্মকান্ডের দরুন আমি আর সব মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও কষ্টের কারণ বলে চিহ্নিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু হে আমার প্রিয়গণ! আমিই মানব জগতের সর্বশেষ ধর্ম, শেষ গন্তব্যস্থল। আমিই মানুষের শান্তির স্থল, আমাতেই সবশান্তি সকল ধর্মাবলম্বীগণের সর্বশেষ পরিণতি আমাতেই। কেননা আমিই হযরত ঈসা, মূসা, বৌদ্ধ ও কৃষ্ণের পূর্বপিতা, যার কারণে সকলেই আমার এবং আমিও সকলের। অতএব স্বর্গ-সিদ্ধান্ত এটাই যে, তোমাদের সকলকেই একদিন আমার মিছিলে এসে আমার কুরআনের ধারক ও বাহক এতে হবে। পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে সর্বত্রই আমার পুণ্য-ধ্বনি উচ্চকিত হবে। সুতরাং নির্ভুল সত্য যে, আমি কখনও নিঃশেষ হতে পারি না আমার অস্তিত্ব ও শিক্ষা কখনও বিলীন হতে পারে না, আমি কখনও পরাজিত হতে পারি না, অকৃতকার্যও হব না, পৃথিবীতে আমার আগমন সর্বশেষে হলেও আকাশে আমার স্থান ও মাকাম সর্বোচ্চ ও সর্বাগ্রে স্বর্গ ও মর্ত্যে সর্বত্রই আমার মহিমা ও গৌরব স্বীকৃত। কেননা, খোদার ওয়াদা হলো, "ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম," সুতরাং "আমার সাফল্য ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে বিগত হাজার বছর যাবৎ আমার অনুসারীদের মাঝে ধর্ম-কর্মে অলসতার কারণে নির্ধারিত এ কর্মসূচীর চলমানতায় বিশেষভাবে ভাটা পড়েছিল। যার কারণে নানা জঞ্জাল এসে আমার পবিত্রতাকে বিনষ্ট করার চেষ্টায় মেতে ছিল। কিন্তু খোদা তার কল্পিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড়ই সচেতন। সেই প্রেক্ষিতে তিনি আমার পূর্ণ হেফাযতের নিমিত্তে তাঁর নির্ধারিত প্রতিনিধি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে এখন আমার আঙ্গিনায় প্রেরণ করেছেন। ইতোমধ্যেই আকাশের নক্ষত্ররাজি, জমীনের পর্বতমালা, জলধির জলরাশি, ভূতলের অগ্নিগিরি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার আগমন ঘোষণা ও দাবীর সত্যতার পক্ষে নিরঙ্কুশ সাক্ষ্য প্রদান করেছে। যারা নিতান্তই খোদার কঠোর শাসনের ভয়ে ভীত তারা খেয়ালী হও এবং খোদার পক্ষের এ পরিকল্পনাকে নিরীক্ষা করে নাও নচেৎ দীর্ঘ এ জীবনের শ্রমে অর্জিত সকল উপার্জনই খোদার দরবারে অসার ও অনর্থক বলে চিহ্নিত হবে। সকল ধর্মের সকলকেই আজ এ প্রতিনিধির প্রস্তাবিত পথের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে। "যখন তোমরা তার [অর্থাৎ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর] সন্ধান পাবে তখন তার হাতে বয়াত গ্রহণ করবে যদিও বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্ মাহ্‌দী" (সুনান ইবনে মাজা) অন্যথায়, খোদা আর এখন কারো সাথে কোনভাবেই আপোষ করবেন না। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, বুদ্ধির নিপুণতা, অর্থের প্রতুলতা, জ্ঞানের সীমাহীনতা আর শক্তির ব্যাপকতা এর কোনটাই আজ আর তোমাদের কারো কোন কাজে আসবে না। শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তোমরা যতভাবেই যত পরিকল্পনা কর না কেন, শান্তি তোমাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরা দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেই মাহদীর ইচ্ছার কাছে এসে আত্মসমর্পণ না কর। তোমরা জগদ্বাসী যতভাবেই তার সফলতার অন্তরায় সৃষ্টি কর না কেন তা নিরেট নিরর্থক হবে। কেননা, আকাশে তার বিজয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। বরং পরিণামে তোমাদের সেজন অবশ্যই ধ্বংস হবে যেজন এ স্বর্গ-সিদ্ধান্ত পূর্ণতায় ঈর্ষা পোষণ করে, সুতরাং জাগতিক সকল সম্পদ বিনিময়ে হলেও এ নেয়ামত ক্রয়ে উৎসাহী হও, বেদনায় সদ্য-প্রসূত শিশুটি যেমন তার মাতৃকোল না পাওয়া পর্যন্ত ক্রন্দন থামায় না তেমনিভাবে

কোন পবিত্র আত্মাও স্বর্গীয় এ নেয়ামত অর্জন বিনে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বর্তমানে প্রত্যেক ধর্মের তথাকথিত ধর্মগুরুজনের জীবনই মূলতঃ খোদার সাথে সম্পর্কহীন। তারা নিজেরাই অন্ধ। তাই তাদের কাছ থেকে আত্মার মুক্তি আশা করা নেহায়েতই বোকামীর কাজ। বরং তোমরা উল্লেখিত সেই নেয়ামত লাভের পথে ধাবিত হও যা কিনা তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনকেই ফলপ্রসূ করবে। আমি দুনিয়াবাসী শুধু তাদেরকেই বলছি, যারা স্বীয় আত্মার মুক্তি লাভের চেষ্টায় সদা সতর্ক, তোমরা উপলব্ধি কর সেই মাহ্দী (আঃ)-কে যিনি খোদার রাজ্যে বসে খোদার প্রেরিত বলে দাবী করছেন, আমার প্রথমে রয়েছেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ এবং আখেরে রয়েছেন গোলাম আহমদ বিন মর্তুজা। যার মাধ্যমে দুনিয়ায় আমার দ্বিতীয় আগমন ঘটেছে। একেই বলা হয়েছে 'কুদরতে সানীয়া' সুতরাং এ মহাপরাক্রমশালী দু' নেতার কর্ম প্রতাপের ফলে আমার শ্রেষ্ঠত্বের আসনের বিন্দুবৎ ক্ষতি সাধন হতে পারে না। হৃদয় খুলে উপলব্ধি কর। চোখ মেলে দৃষ্টি দাও মনের সকল কপটতা ছেড়ে এগিয়ে আস এবং দেখ সেই মাহদী (আঃ) এবং তদ্বীয় খলীফাগণের অমর কীর্তি-কর্ম। দেখ তারা কীভাবে আমার সেবায় কাজ করছে। জামাতে আহমদীয়া ব্যতীত আজ আর এমন কোন দল নেই খোদার রাজ্যে যে খোদার শাসন প্রতিষ্ঠায় এমনি ধরনের আত্মবলিদান করতে পারছে। এমন কোন ধর্মনেতা নেই যে আমার কল্যাণে তদ্বীয় নেতাগণের কর্মের বিন্দুতুল্য কর্ম করছে। খোদা তাঁর সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি তাঁর দ্বারা আমার শান ও মানকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন। জগতের চরম অসহযোগিতা সত্বেও তিনি তাঁর কর্মকে বিজয় দান করবেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট চক্রান্তের কঠিন বেড়াজাল থেকে তিনি তাঁকে সম্মানের সাথে হেফাযত করবেন। মলূতঃ আজ জগতকে উল্লেখিত সব পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন হতে চলছে।

(লেখকের মন্তব্য) হে প্রিয় পাঠক! একথা নির্ভুল সত্য যে, আহমদীয়া জামাত বিশ্বের বুকে অতীব ক্ষুদ্র একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর জনবল বাহুবল ও অর্থবল বলতে তেমন কিছুই নেই, সৈন্য সামন্ত সমরাস্ত্র বলতেও মোটেও কিছু নেই। কিন্তু এর ঈমান আমল ও একীনের শক্তি পাহাড় সদৃশ দৃঢ়। এর দোয়ার শক্তি অত্যন্ত প্রকট ও প্রবল। আর এ জামাত এমন একটি কথা বলে না যা খোদা তাকে বলতে বলে নি, আবার এমন কিছু কথা গোপনও রাখে না যা খোদা তাকে বলতে বলেছেন, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে সন্তানের সাথে মায়ের যেমন সম্পর্ক তেমনিভাবে খোদার সাথে এ জামাতের সম্পক। আমি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে চ্যালেঞ্জসহ বলছি, পৃথিবীর আর কারো সাথেই খোদার তেমন সম্পর্ক নেই যেমনটি আছে জামাতে আহমদীয়ার সাথে। যদি আমার এ চ্যালেঞ্জ নিখাদ সত্য নয় বলে কেউ মনে করেন তা হলে আসুন আমরা উভয়ে মসজিদ ময়দানে (অস্ত্র বিনে)দোয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, দেখি কে খোদার কত বেশি প্রিয়। এ চ্যালেঞ্জ আমার দেয়া আজকের চ্যালেঞ্জ নয়। বরং তা শত বছর পূর্বে স্বয়ং সেই সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত যিনি তার বিজয়ের ফরমান সেই খোদা থেকেই এনেছেন বলে দাবী করেছেন। ইতোমধ্যে এ চ্যালেঞ্জের শিকার হয়ে অনেক দেশ, অনেক নেতা ও রাজা রাজন্যবর্গ এবং পন্ডিত পুরোহিতগণ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন যা সত্য অন্বেষণকারীগণের জন্য যুগান্তরকাল ধরে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ ব্যাপারে বিশদ বলার আগ্রহ আমার নেই। কারণ এ বিষয়ে লেখা আমার আজকের উদ্দেশ্য নয়। আমি আমার লেখার শেষ প্রান্তে এসে কেবল এ কথাই বলতে চাই যে, হে বিবেচকগণ! জামাতে আহমদীয়া কোন দুর্বল ও মনোবলহীন কিংবা কোন অসত্য ও স্বর্গীয় পুষ্টহীন জামাত নয়। এ জামাত সম্পূর্ণভাবে রূহানী জগতের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামের সেবার কাজে নিবেদিত এক জামাত। এসে দেখুন, এর প্রতিটি সদস্য অর্থ ও সময় দিয়ে, সন্তান ও সম্পদ উৎসর্গ করে কীভাবে ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে অবিশ্রান্ত কাজ করে যাচ্ছে। ঘরে ও বাইরে স্বধর্মে ও বিধর্মে বন্ধু ও শত্রুতে, নর ও নারীতে, দেশে ও বিদেশে, মরু ও সাগর দেশে, কালো ও সাদা মানুষের মাঝে এ জামাতের খলীফা ও তাঁর প্রিয় অনুসারীগণ সেকি অফুরান চেষ্টায় ইসলামের প্রচার করে যাচ্ছে। যার সফলতার প্রশংসায় আকাশের ফিরিশ্তাকুল পর্যন্ত আজ ব্যস্ত। স্বীয় ইসলাম তাতে স্রষ্টার ফযলও এটাই হলো স্বর্গ রাজ্যের সিদ্ধান্ত। ফলে ধর্মান্ধজনের শত্রুতা সত্বেও সেই মাহদীরই প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠিত এমটিএ আকাশ বিদীর্ণ করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কলেমা ও কুরআনের ধ্বনি প্রচার করে যাচ্ছে সর্বজনার কানে কানে। স্বর্গীয় কিতাব আল্ কুরআনের মর্মবাণী বিবিধ ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন কিতাব ও খলীফায়ে ওয়াক্তের উপদেশ বাণী ভাষান্তরিত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের ঘরে ঘরে। ইনশাআল্লাহ্ সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন তাঁর ওয়াকফে নওগণও পুনশ্চ শুরু করবে আরও ব্যাপকভাবে এ কার্যক্রম। এর জন্য এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সেই বিশাল কর্ম পরিকল্পনা। স্মরণ রাখুন, পবিত্র কুরআন কখনও একথা বলে না যে, বিগত দিনে কেউ যুগাবতারকে মেনে নিয়ে বিফল হয়েছে বরং অমান্যকারীগণই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যুগে যুগে। সুতরাং এ আলোকে আমার পক্ষ থেকে দেয়া এ শুভ সংবাদটি অর্থাৎ এ যুগে ইসলামের সংস্কারক হিসাবে পৃথিবীতে আগত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবীর সংবাদটি যাচাই করে নেয়া দরকার। এর জন্য কোনভাবেই কোন অবহেলা অমনযোগ কর্মব্যস্ততা কিংবা পীর কেবলার দোয়া ও দোহাই কার্যকর হবে না, কারণ মানুষের সাথে খোদার সম্পর্ক নিছকই ব্যক্তিগত। একালে পুত্র পিতার কিংবা পিতা পুত্রের কোনই দায়ভার গ্রহণ করবে না (আল্ কুরআন)।

সুতরাং ঈর্ষা নয় ঔদ্ধত্য নয়, ছোট বড় এর ভেদাভেদ নয়, জ্ঞানের অহংকার নয়, ধন ও মানের অহমিকা নয়, ব্যক্তিত্ব কিংবা গদীতে আসীন থাকার বড়াই নয় বংশ ও মর্যাদাহানীর ভয় নয়। স্ত্রী-পুত্র ও সংসার ত্যাগের শংকা নয়, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, আসুন এর সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে আমরা আমাদের পবিত্র সত্তার সেবায় নিয়োজিত হই, মানুষের জন্য ক্রন্দনরত কাদিয়ান নিবাসী আহমদ (আঃ)-এর আহ্বানকে পরখ করতঃ সত্যের সন্ধান লাভ করি। পরম সত্য এই, ইসলামের ভিতরকার ফিরকা-ভিত্তিক কোন্দল এবং বিশ্বব্যাপী ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ বিরোধ বিদ্যমান তা মীমাংসা করে সকল মানুষকে এ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার মত ক্ষমতা আজ আর জাগতিক কোন নেতার পক্ষেই সম্ভব নয়, তা সম্ভব কেবলই মাত্র ঐশ্বরীক কোন নেতার পক্ষে আর সেই নেতাই তিনি যাঁর চতুর্থ খলীফা বর্তমান বিশ্বের সকল ধর্মের সকলকে জিন্দাধর্ম ইসলাম ও জিন্দা কিতাব আল্ কুরআনের ছত্র ছায়ায় একত্র করার চেষ্টায় কঠোরভাবে নিয়োজিত। ইন্শাআল্লাহ্ তাঁর অনুগামী আহমদীয়া জামাতের এ পুণ্যকর্ম অবশ্যই সকলকাম হবে। কারণ এটা স্বর্গের ফিরিশ্তাগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

হায়! আমার দুঃখ কেবল তাদেরই জন্য যাদেরকে এ কথাগুলি বহুলোক দ্বারা, বহুদিন ধরে, বহুভাবে বলার পরও এর প্রতি খেয়ালই হলো না বরং উদাসীন থেকেই মৃত্যু বরণ করল, একবারও ভাবল না আল্লাহ্র নামে দাবীকারী কোন মিথ্যাচারী এতদিন ধরে এত কিছু করে এতভাবে সফলকাম হতে পারে না, যা খোদার বিধান পরিপন্থী।

- মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(২৮তম কিস্তি)

মঙ্গল প্রার্থনা ও অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার সম্মিলিত দোয়া

♦ হযরত আবূ আমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করা হয়েছিলো, আপনি অনেক অনেক দোয়া করেছেন। এগুলো আমাদের মনে নেই। তিনি (সঃ) বল্লেন, আমি তোমাদেরকে একটি পরিপূর্ণ দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এটা মুখস্থ করে নাও ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ،وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্য়ালুকা মিন খয়রি মা সায়ালাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা-ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শার্‌রি মাসতা'আযা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ওয়া আনতাল মুসতা'আনু - ওয়া আলায়কাল বালাগু - তিরমিযী কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছ থেকে সেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চাচ্ছি যা তোমার নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম চেয়েছেন আর আমরা তোমার কাছ থেকে এসব কথা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাথেকে তোমার নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আশ্রয় চেয়েছিলেন। তোমার কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়। অতএব তোমার সন্নিধান পর্যন্তই দোয়া পৌছানো অবশ্য কর্তব্য।

উচ্চ আধ্যাত্মিক মার্গ লাভের দোয়া

♦ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ দোয়া বর্ণনা করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَسْاَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيٰوةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِىْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِىْ وَارْفَعْ دَرَجَتِىْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِىْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِىْ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهٗ وَجَوَامِعَهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَظَاهِرَهٗ وَبَاطِنَهٗ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِىْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِىْ وَتَغْفِرَلِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ اَنْ تُبَارِكَ لِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَفِىْ بَصَرِىْ وَفِىْ رُوْحِىْ وَفِىْ خَلْقِىْ وَفِىْ خُلُقِىْ وَفِىْ اَهْلِىْ وَفِىْ مَحْيَايَ وَفِىْ مَمَاتِىْ وَفِىْ عَمَلِىْ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِىْ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى فِى الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ)۔ (مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت جلد ا صفحہ ۵۲۰)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা খয়রাল মাসয়ালাতি ওয়া খয়রাদ্‌দুআই ওয়া খয়রান্নাজাহি ওয়া খয়রাল 'আমালী ওয়া খয়রাছ্ ছাওয়াতি ওয়া খয়রাল হায়াতি ওয়া খয়রাল মামাতি ও ছাব্বিতনী ওয়া ছাক্কিল মাওয়াযীনী ওয়া হাক্কিক্ব ঈমানী ওয়ারফা' দারাজাতি ওয়া তাক্বত্ববাল সলাতী ওয়াগ্‌ফির খত্বীয়াতী ওয়া আসয়ালুকাদ্দারা-জাতিল 'উলা মিনাল জান্নাতী (আমীন)। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ফাওয়াতিহাল খয়রি ওয়া খওয়াতিমাহূ ওয়া জাওয়ামি'আহূ ওয়া আওওয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ ওয়া যাহিরাহূ ওয়া বাত্বিনাহূ ওয়াদ্দারাজাতিল 'উলা মিনাল জান্নাতি (আমীন)। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা আন তারাফা'আ যিকরী ওয়া তাযা'আ বিয্‌রী ওয়া তুসলিহা আমরী ওয়া তুত্বহ্‌হিরা ক্বলবী ওয়া তুহাস্‌সিনা ফরজী ওয়া তুনাওবিরা ক্বলবী ওয়া তাগফিরালী যাম্বী ওয়া আসয়ালুকাদ্দারাজাতিল 'উলা মিনাল জান্নাতী (আমীন)। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা আন তুবারিকা লী ফী সাম'ঈ ওয়া ফী বাসারী ওয়া ফী রূহী ওয়া ফী খলক্বী ওয়া ফী খুলুক্বী ওয়া ফী আহলী ওয়া ফী মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া ফী মামাতী ওয়া ফী 'আমালী ওয়া তাক্বব্বাল হাসানাতী ওয়া আসয়ালুকাদ্দারাজাতিল উলা ফিল জান্নাতী (আমীন) - মুস্তাদরাক হাকিম, বৈরুতে মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫-২০)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে উত্তম দোয়া করার সৌভাগ্য চাচ্ছি। আর উত্তম সফলতা, উত্তম কর্ম, উত্তম পুণ্য, উত্তম জীবন এবং উত্তম মৃত্যুর জন্যে দোয়া করছি। আমাকে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত করে দাও এবং আমার সৎকর্মের পাল্লা ভারী করে দাও। আমার ঈমানকে স্বচ্ছ ও মর্যাদাকে উন্নীত করে দাও। আমার নামায কবুল করো, ও আমার পাপ ক্ষমা করো আর আমি তোমার কাছে জান্নাতের উচ্চ মার্গ চাচ্ছি (তা-ই যেন হয়)।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সব রকমের মঙ্গলের সূচনা ও পরিণতি এবং পরিপূর্ণ কথা ও এর প্রথম আর শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন আর জান্নাতের উচ্চ মার্গের প্রার্থী (তা-ই যেন হয়)।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এ দোয়া করছি, আমার স্মরণ উঁচু করে দাও, আর আমার বোঝাকে হালকা করে দাও, আমার বিষয়াদি ঠিক-ঠাক করে দাও আর আমার অন্তরকে পবিত্র বানিয়ে দাও, আমার গুপ্তাঙ্গ সুরক্ষা করো এবং আমার অন্তরকে আলোকিত করে দাও এবং আমার পাপ ক্ষমা করো আমি তোমার কাছে জান্নাতের উচ্চ মার্গ প্রার্থনা করছি (তা-ই যেন হয়)।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি- আমার শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তিতে কল্যাণ দাও আর আত্মা, দেহ, চরিত্রেও আমার পরিবারবর্গে জীবনে ও মরণে আর কর্মে কল্যাণ রেখে দাও। আমার সৎকর্মগুলো কবুল করো। আমি তোমার কাছে জান্নাতের উচ্চ মার্গসমূহের প্রত্যাশী (তা-ই যেন হয়)।

ভিতর ও বাইর পুণ্যময় হওয়ার দোয়া

♦ হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে এ দোয়া শিখিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِىْ ،وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِىْ صَالِحَةً ،اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِىْ النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মাজ'আল সারিয়াতী খয়রাম্মিন 'আলানিয়াতী- ওয়াজ 'আল 'আলানিয়াতী সালিহাতান- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা মিন সালিহি মা তু'তিন্নাসা মিনাল আহলি ওয়াল মালি ওয়াল ওয়ালাদি গয়রায্‌যাল্লি ওয়াল মুযিল্লি - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার ভিতর আমার বাইর থেকে ভাল করে দাও আর আমার বাইর পুণ্যময় ও ভাল বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ্! আমি তোমার দেয়া পার্থিব দান থেকে এমন পুণ্যবান পরিবার ও পবিত্র ধন-সম্পদ চাচ্ছি যা স্বয়ং পেছনেও না টানে আর পথভ্রষ্টকারীও না হয়। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তোমরা তোমাদের মৃতদের ভালভাবে স্মরণ করো- আল্ হাদীস

আমি ফিরিশ্‌তা দেখেছি!

(এক আহমদী মা-এর কথা)

আমার মা প্রায়শই বলতেন, "বাবা, আমি ফিরিশ্‌তা দেখেছি!" তাঁর এ ফিরিশ্‌তা দর্শনের কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ এবং ঈমানবর্ধক। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহ্‌দীরূপে গ্রহণ করে যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সত্যকে আঁকড়ে থাকেন এবং সত্য প্রচারে দৃঢ়পদে এগিয়ে যান, তাঁরা জীবনে নানাভাবে খোদাতাআলার সাহায্য লাভ করে থাকেন। তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যদের জন্য চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকে। এ নিবন্ধেও তেমনি এক আহমদী মা'র কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।

আমার মা'র নাম ছিল হায়াতুন্ নেছা বিবি। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁর মামারা হলেন, তারুয়ার প্রধান আহমদী সর্বজনাব মৌলভী আহমদ আলী (সাবেক প্রেসিডেন্ট তারুয়া জামাত), মোহাম্মদ মোস্তফা আলী (সাবেক ন্যাশনাল আমীর) এবং মরহুম সিদ্দিক আলী (লন্ডন প্রবাসী)। হায়াতুন্ নেছা বিবি তাঁর মামাদের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি একজন নিরক্ষর সাধারণ পল্লী বধু হয়েও আহমদীয়ত গ্রহণ করে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর পূর্বে একজন গ্রাম্য বধুর এ সাহসী পদক্ষেপ তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা ও খোদা-প্রেমের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। শুধু বয়াত গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি তাঁর আদর্শ প্রচারেও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন তা বিস্ময়কর!

তৎকালীন সামাজিক রেওয়াজ অনুযায়ী অত্যন্ত অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী অষ্টগ্রামের এক বুনিয়াদী পরিবারে। আমার মা যে আলোকিত পরিবার থেকে এসেছিলেন সেই তুলনায় তাঁর শ্বশুরালয় শিক্ষা-দীক্ষায় পিছনে ছিল। এরূপ একটি প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আমার মা কীভাবে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন এবং তাঁর সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর! মার মুখে শুনা সেসব অতীত দিনের কথা নিছক গল্প নয় বরং একজন আহমদী মায়ের সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাফল্যের ইতিকথা যা এদেশে আহমদীয়ত বিস্তারের ইতিহাসেরও অংশ বিশেষ।

হায়াতুন্ নেছা বিবির ১ম সন্তান সুফিয়া খাতুন এবং ২য় সন্তান ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম। তাদের জন্মের পর মার মনে আশঙ্কা দেখা দেয়, তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন কিনা? কারণ সেসময় সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার চেয়ে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে নিয়োজিত করার প্রবণতাই বেশি ছিল। এ আশঙ্কায় আমার মা সিদ্ধান্ত নিলেন, যেভাবেই হোক তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষার আলো দান করবেন। বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনিশ্চয়তার কথা ভেবে তিনি নিজে অক্ষর জ্ঞান লাভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে তিনি তাঁর সন্তানদের অন্ততঃ নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারেন। অতঃপর তিনি তাঁর এক চাচাত দেবর মোঃ মতি মিয়ার কাছ থেকে অক্ষর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর ১ম ও ২য় সন্তানদের শিক্ষার বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি অক্ষর জ্ঞান লাভ করেন, যা তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশে অচিন্তনীয় ব্যাপার বটে! যদিও আমার মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর দুই বড় সন্তান বিদ্যালয় গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগও লাভ করেছিলেন। এমন কি তাঁর বড় মেয়ে সুফিয়া খাতুন তৎকালীন মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গিয়ে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।

অষ্টগ্রামে আমাদের সংসারটি ছিল একটি একান্নবর্তী বড় পরিবার। আমার পিতা মরহুম ছমির উদ্দীন ছিলেন সংসারে বড় সন্তান। অল্প বয়সে বিধবা সৎ মা ও সৎ ভাই-বোনের এক বিরাট সংসারের দায়িত্ব ছিল আমার পিতার উপর। আমার মা ছিলেন এ সংগ্রামী কর্মী পুরুষের সহধর্মিণী যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ সংসারকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সৎ ভাইবোনের প্রতি সামান্যতম অবহেলা যেন না হয় সে ব্যাপারে আমার পিতা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। অপর দিকে নিজ গৃহে পরবাসীর মত আমার মা সৎ শাশুড়ীর অধীনে কঠোর পরিশ্রম করে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতেন। এ সংসারের প্রতি আমার মার কোন মোহ ছিল না। তাঁর একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল কি করে তাঁর সন্তানদের এ সংসারের গন্ডি থেকে মুক্ত করে আহমদীয়তের আলোকে আলোকিত করা যায়। এ কাজে তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল ছিল খোদাতাআলার সাহায্য। তাই তিনি শূন্য হাতে শুধু দোয়ায় মশগুল থাকতেন।

আমার মা'র সংগ্রামী জীবন ছিল বড়ই দীর্ঘ এবং কুরবানীর মহিমায় উজ্জ্বল। আমার মা'র একমাত্র খালার বিয়েও আমাদের পাশের বাড়িতে হয়েছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। আমরা তাঁকে "সুন্দর নানী" ডাকতাম। তিনিও আহমদীয়তের সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিলেন। তিনি সারা জীবন পাড়ার ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। তাঁর একমাত্র পালক পুত্র মোঃ ওবায়দুর রহমান (শিশু মিয়া) মৌলভী আহমদ আলী সাহেবের জামাতা। বর্তমানে বেলজিয়াম প্রবাসী। তার এক দেবর পুত্র জিল্লুর রহমান মৌলানা সৈয়্যদ এজাজ আহমদ সাহেবের বড় মেয়ের জামাতা।

আমাদের গ্রামটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের নিকটবর্তী বিধায় সেখানে কাদিয়ানী বিরোধিতা ছিল প্রবল। তার মাঝে ও আমার মা ও সুন্দর নানী (খালা-বোনজী) মিলে আহমদীয়তের আলো ছড়াতে শুরু করেন। তাঁদের উত্তম আখলাক মানবতাবোধ ও ধর্মপরায়ণতায় সকলে ছিল মুগ্ধ। কিন্তু গ্রাম্য মৌলভীরা এবং মাতব্বররা এহেন ধর্মপ্রাণ দু' মহিলার বিরুদ্ধে কাফির ফতওয়া দিতেন। এতে সবাই বিস্মিত হ'ত। মানুষকে বিষয়টি ভাবিয়ে তুলত। এ সুযোগে খালা-বোনজী পাড়ার মেয়েদের কাছে মাহদী (আঃ)-এর আগমন সংবাদ দিতেন এবং অনেকে চুপিচুপি আহমদীয়তও গ্রহণ করতেন।

বিষয়টি মৌলভী ও মাতব্বরদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা এই দু' মহিলার প্রতি নানা নির্যাতনমূলক ফতওয়া জারি করতে থাকে। তারুয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে চাপ দিতে শুরু করে। আমরা দেখেছি, তারুয়া থেকে মৌলভী আহমদ আলী এবং আমার মার একমাত্র ভাই ডাঃ আবুল কাশেম আমাদের গ্রামে এলে আমাদের বাড়িতে কোন খাওয়া-দাওয়া করানো যেত না। আমাদের বাড়ি থেকে তাঁরা খালি মুখে বিদায় নিতেন। এটা আমার মা'র জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আরও বেদনাদায়ক ঘটনা হ'ল- আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র ৪/৫ কিমি. দূরে অবস্থিত তারুয়া গ্রামে আমার বিধবা নানী বাস করতেন। কিন্তু আমার মাকে তারুয়া গিয়ে নানীর সাথে দেখা করতে দেয়া হত না। দীর্ঘ প্রায় ১০/১২ বছর এমনি অবস্থা বিরাজ করেছে। এমন কি তারুয়া থেকে আমার নানী ও অন্যান্য মেহমানরা বেড়াতে এলেও তারা আমাদের বাড়ি আসতে পারত না, সুন্দর নানীর বাড়িতে উঠতেন। মা চুপি চুপি লুকিয়ে তাদের সাথে দেখা করতেন।

এত কিছুর পরও মা'র উপর মানসিক নির্যাতন শেষ হত না। প্রতি বছর রমযান মাসে অথবা ঈদ পার্বণে আমার চাচা মৌলভীদের এনে আমার মা ও বোনদের তওবা পড়াত। এসব মানসিক নির্যাতন আমার মা ও বোনরা নীরবে সহ্য করে যেতেন কিন্তু তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেত। ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে তারা এসব মোকাবেলা করতেন। উল্লেখ্য, আমার পিতা নিরক্ষর হলেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে কখনো আমার মা'র উপরে চাপ দিতেন না। বরং এ ব্যাপারে নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করতেন। কখনো যদি চাচা বা মৌলভীরা বেশি চাপাচাপি করত তখন তিনি বলতেন, "এ সব কি এমনি এমনি হয়েছে? কুরআন হাদীসেও নাকি এসব কথা বলা আছে, সেটা যাচাই করে দেখতে হয়!"

সন্তানদের আহমদীয়তের পথে পরিচালনার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে মা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি তাঁর বড় মেয়ে সুফিয়া খাতুন-এর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এ বিবাহ একজন আহমদী মা'র চরম কুরবানীর মহিমায় উজ্জ্বল। আমার মা তার মূল লক্ষ্য, সন্তানদের আহমদীয়তে দিক্ষিত করার মানসে তাঁর বড় মেয়েকে একজন মাঝ বয়সী বৃদ্ধপ্রায় আহমদীর সাথে বিয়ে দেন। যেহেতু আমাদের পিতৃকূল এ ব্যাপারে বৈরী ছিলেন, তাই মা তাঁর মামা ও ভাই এর সাথে পরামর্শ করে মুন্সীগঞ্জ জেলার রিকাবী বাজার নিবাসী বিশিষ্ট সম্মানীত ব্যক্তিত্ব, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রবীণ আহমদী ডাঃ নূর হোসেন-এর সাথে তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে দেন। বিষয়টি জানাজানি হলে আমার চাচারা এতে বাধা দিতে দলবল নিয়ে তালশহর রেলষ্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার বড় বোন, গন্ড গ্রামের এক অল্প বয়সী বালিকা তাঁর চেয়ে ৩গুণ বেশি বয়স্ক বরের সাথে ট্রেনে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, লঞ্চে নদী পাড়ি দিয়ে রিকাবী বাজার রওয়ানা হয়ে গেছে। তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে আমার বড় বোনের এ শ্বশুড় বাড়ি যাত্রা ছিল নির্বাসনে যাওয়ার নামান্তর। শুধু মাত্র ধর্মের খাতিরে আমার মা তাঁর মেয়েকে কুরবানী করেছিলেন এবং আমার বড় বোনও চরম ধৈর্যের সাথে সেই নির্বাসন জীবন মেনে নিয়েছিলেন।

সেই সূত্র ধরেই আমার বড় ভাই ডাঃ সিরাজুল ইসলাম ছাত্র অবস্থায় রিকাবী বাজার পাড়ি দেন। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রমান্বয়ে আমরা সকল ভাই এবং এক বোন রিকাবী বাজার হিজরত করি। আমার অপর ৩ বোনের বিয়ে চাচাদের মাধ্যমে অ-আহমদী পরিবারে হয়েছিল। তবে তারা গোপনে বয়াত করে আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, শেষ পর্যন্ত আমার পিতাও বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়তে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে মার স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। আমার ছোট ভাই সৈয়্যদুজ্জামান রেলওয়ে বিভাগে কর্মরত, ছোট ভাই আসাদুজ্জামান ব্যবসায়ী, আমি ব্যাংকে চাকুরীরত এবং ছোট বোন মিরপুর লাজনার একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, মাহমুদা বেগম। আমার বড় বোনের ছেলে মাহবুব হোসেন (ধানসিঁড়ি), এবং মাহতাব হোসেন, সকলেই খোদার ফযলে আহমদীয়তের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছি। সবই আমার মার প্রচেষ্টার ফসল।

১৯৭৫-৭৬ সনের ঘটনা। আমার ছোট ভাই সৈয়্যদুজ্জামান রমযানের ছুটিতে অষ্টগ্রামে বেড়াতে গেলে আমার বড় চাচা আঃ খালেক চেয়ারম্যান এ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, তোমরা কাদিয়ানী, তাই এ বাড়ীতে আসতে পারবে না। এ নিয়ে পূর্বেও নানা বিবাদ হয়েছে কিন্তু এবার চাচা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তার এই মনোভাবের পিছনে আমাদের সম্পত্তি গ্রাস করার মতলব ছিল, যা পরে সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু খোদার লীলা বুঝা বড় দায়! আমার অশিক্ষিত নিরীহ পিতা যিনি সারাটা জীবন মাঠে জমি চাষ করে কাটিয়েছেন, তিনি হঠাৎ ভিন্নরূপ ধারণ করেন। চাচারা যখন বলল, তোমার ছেলেরা কাদিয়ানী হয়ে গেছে, তাই এ বাড়ীতে তারা আসতে পারবে না, তখন আমার পিতা বলে উঠেন, "তাহলে আমিও আজ থেকে কাদিয়ানী হয়ে গেলাম!" এ কথার পর সকল দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টিয়ে যায়। আমার মা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ পিতা, ছোট ভাই আসাদুজ্জামান এবং ছোটবোন মাহমুদা বেগমকে পৃথক করে দেয়া হ'ল। এ সংবাদ পেয়ে আমি ও বড় ভাই গ্রামের বাড়িতে যাই। বিচার সালিশ হ'ল। আমাদেরকে সামাজিকভাবে এক ঘরে করা হল। ঘর-বাড়ীও পৃথক করে দেয়া হ'ল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত না বলে সে সময় আমার মা'র যে অভিজ্ঞতা তা-ই বর্ণনা করছি।

গ্রাম্য সালিশে আমার চাচার কথাই শেষ কথা। অন্যান্য মাতব্বররা তার অনুগত। আমাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হল। আমাদের সাথে সব রকম যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া হ'ল। তখন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। আমার দাদী যিনি নিরক্ষর এবং আমার বাবার সৎ মা এবং চাচার আপন মা, তিনি হঠাৎ প্রকাশ্য দরবারে এসে ঘোষণা দিলেন, "আমি আমার বড় ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারব না!" একই সাথে আমার ছোট ফুফু যিনি চাচার আপন বোন এবং তার ছেলে একান্ত মুর্খ ও বোকা প্রকৃতি আবদুল গনি, তিনিও একই ঘোষণা দিলেন। তাদের এ আকস্মিক ঘোষণার কারণ ছিল আমার পিতা তাদেরকে নিজ সন্তানের মত লালন-পালন করে এসেছেন এতদিন। আমার অতি চালাক চাচা বিষয়টি বুঝতে পেরে এ-নিয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি করলেন না। এ ঘটনা আমার মা'র দোয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণেই ঘটেছিল।

আমার মা সারা জীবন শুধু দোয়ার উপর ভরসা করে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁর অনেক দোয়া কুবলিয়তের মর্যাদা লাভ করেছিল। এরূপ একটি ঘটনা এক ভাই ও চার বোনের পরে আমার জন্ম। আমার বোনেরা আমাকে নিয়ে নানা স্বপ্ন দেখত। কিন্তু খোদার কী রহস্য? জন্মগতভাবে আমার দু'টি পা উল্টো ছিল। এ অবস্থায় আমার মার মনে বড়ই দুশ্চিন্তা, যদি বড় হয়ে আমি হাঁটতে চলতে না পারি? তারুয়া থেকে মৌলভী আহমদ আলী সাহেব আমাদের বাড়ী এলেন, মা আমার উল্টো পা নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা তাঁর মামাকে বললেন। তিনি তখন হোমিও ঔষধ প্রদান করেন এবং দোয়া করেন। এবং আমার মাকেও দোয়া করতে বলেন। একদিনের ঘটনা আমার মা আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন, যদি আমাকে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলতে হয়। বড় হয়ে যদি হাঁটতে চলতে না পারি ইত্যাদি ভাবনা মা'র মনে। তিনি ভাবছেন, যদি আমাকে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলতে হয়, পায়খানা প্রস্রাব করতেও হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হবে। হয়ত পুরাতন কোন ময়লা আবর্জনার উপর দিয়েও হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হবে, তখন দুর্গন্ধ নাকে লাগবে ত সহ্য করেই যেতে হবে। তখন আমার কেমন লাগবে? এ কথা মনে হওয়ার সাথে সাথে নাকি আমার মার সারা শরীর বিদ্যুতের মত চমকে উঠে এবং সারা শরীর যেন "আল্লাহু" বলে ডেকে উঠে! মার মনে হ'ল তাঁর দোয়া হয়ত আল্লাহ্ কবুল করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ ১২ বছর পর যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার পা আস্তে আস্তে সোজা হতে থাকে। বর্তমানে আমার পা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। জুতা পরে চলাফেরা করলে না বলে দিলে কেউ বুঝতে পারবে না আমার দু'পা জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ উল্টো ছিল। এরূপ জন্মগত উল্টো পা অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি বিদেশে গিয়ে অপারেশন করিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না। ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে দেখা যায়। শুধুমাত্র আমার মা'র দোয়াতেই আমার জন্মগত উল্টো পা ভাল

হয়েছে। এটা একটি অলৌকিক ঘটনা এবং মা'র দোয়ার কবুলিয়তে নিদর্শন।

দোয়ার মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করার ঘটনা আমার মা'র জীবনে অনেকবার ঘটেছে। যখন ধর্মীয় কারণে আমাদেরকে এক ঘরে করা হ'ল এবং নতুন ঘর-বাড়ি তৈরী করে মূল বাড়ির উত্তর পাশে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। আমার চাচা সে বছর আমাদের বাড়ির সামনের বিরাট "কালাহার" নামের পুকুরটি সেচে ফেলেন মাছ চাষ করার জন্য। সে বছর দারুণ খরা দেখা দেয়। চারিদিকে পানির অভাবে খাঁ খাঁ করছে। তখন আমার মা ঘরে বসে প্রতিদিন ৮/১০ কলসি শীতল পানি পেতেন। কীভাবে এমনটি ঘটেছিল সে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েই আমার মা প্রায়শই বলতেন, "বাবা, আমি ফিরিশ্‌তা দেখেছি।"

আমরা যেখানে নতুন ঘর তৈরী করি তার পাশেই আমার বাবার মামাত ভাইদের বাড়ী-ঘর। আমার মাকে তার ভায়েরা খুব ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করত। তারা মাকে বলল, ভাউজ (ভাবী), তুমি তো বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না, তুমি এক কাজ করিও, তোমার সব খালি কলস ঘরের পেছনে রেখে দিও। সাঝের বেলা আমরা যখন উত্তর পাড়ায় (হিন্দু পাড়ায় একটি পুকুরে স্বচ্ছ পানি ছিল) গোছল করতে যাব তখন প্রত্যেকে তোমার জন্য এক কলস পানি এনে তোমার ঘরের পিছনে রেখে দেব। এমনিভাবে প্রায় দুই মাসেরও অধিক সময় আমার মা প্রতিদিন ৮/১০ কলস পরিষ্কার শীতল পানি পেতেন। সকাল বেলা ঘরের পিছনে কলস ভর্তি টলটলে পানি দেখে আমার মা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন। এ ঘটনায় মা'র ঈমান দৃঢ় হয় এবং তিনি বলতেন, "আমি ফিরিশ্‌তা দেখেছি"!

আমার মা পরিণত বয়সে প্রায় ৮০ বছর কালে ২৫/৯/৯৩ইং আমার ছোট ভাই আসাদুজ্জামান এর মীরপুরস্থ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁর মাওলার কাছে চলে গেছেন। তাঁকে দারুত তবলীগ মসজিদে জানাযার পর আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। সকলের কাছে আমার মা'র আত্মার শান্তির জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

স্মৃতি কণা

ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত

'কবরের পেছনটা এখনও ভিজা'

❑ যে সময়ের কথা বলছি তখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও তারুয়াতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় আমাদের বিরুদ্ধে সভা ছিলো। আমীর সাহেব আমাকে পাঠালেন চুপচাপ বসে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যেসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে তার স্মরণ রেখে ফিরে এসে আমীর সাহেবকে তা বলতে। আমার পাশে বসা এক ভদ্র লোক আমি কি করি প্রশ্ন করায় উত্তরে বলি, অন্নদা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি।

মিটিং শুরু হলো। প্রথম বক্তা মৌলানা ইউনুছ সাহেব (বিহারী) দাঁড়িয়ে বল্লেন- আমি কিছুদিন হলো কাদিয়ান গিয়েছিলাম। সেখানে মির্যার কবর দেখতে যাই। কবর দেখে আমি অবাক হলাম যে, কবরের পেছনটা অর্থাৎ নাভির নীচের অংশ ভিজা। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, এর কারণ হলো মির্যার ডায়াবেটিস ছিলো। মির্যার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা করেছেন। আমার পাশের ভদ্রলোককে আমি বল্লাম, কাদিয়ানীরা একথা শুনলে তো বলবেন 'মির্যা সাহেব 'জিন্দা নবী'। কেননা মৃত্যুর পরতো কারো খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা এসবের কোনই প্রয়োজন হয় না। মৌলানা সাহেবের এসব কথা শুনাবার জন্য জোর প্রচারণা চালাবে যে, মির্যা সাহেব সত্য নবী ও জিন্দা নবী ছিলেন ও আছেন। পাশে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বল্লেন, আপনি কি সত্যই মির্যার কবর দেখেছেন? এখন শ্রোতাদের একজন দাঁড়িয়ে বল্লেন, আপনি হুযূরের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বেআদবী করছেন, বসে পড়ুন। তখন কয়েকজন দাঁড়িয়ে বল্লেন, আমরা তা মানি না। তখন অপর পক্ষ বল্লেন, না মানলে চলে যান। কয়েক মিনিটের মধ্যে মারামারির অবস্থা সৃষ্টি হলো। এক ফাঁকে আমি বের হয়ে আসি ও আমীর সাহেবের কাছে যাই। তিনি বিরক্তির সুরে বল্লেন, ডিউটি ছেড়ে এসে পড়লে যে। উত্তরে বল্লুম, এরা নিজেরা নিজেরা লড়াই করছে, আমি জান দিবো নাকি? আমার অবস্থা হলো জান বাঁচানোর জন্য 'দে দৌড়'। বিস্তারিত সব শুনে তিনি খুব খুশী হলেন।

❑ মৌলানা আব্দুল হাই সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন তাঁর ছোট ভাই আব্দুল মান্নান আমার সাথে পড়তো। ছাত্র ভাল ছিল না। তাই ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়। হাট বাজারে লুঙ্গি বিক্রি করে রোজগারি জীবনে প্রবেশ করে। অপরদিকে বড় ভাই হাই সাহেব ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তিনি কোনদিন পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হন নি। আমি আহমদী হলে তিনি আমার কাছে ঘন ঘন অন্নদা হাই স্কুলের বোর্ডিং-এ আসতেন ও হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী যে তিনি ইমাম মাহ্‌দী তা সত্য নয় তা বুঝাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি আমার উপর রাগারাগি করতেন না।

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-কেও গালিগালায় করতেন না। একদিন তিনি খুশী মনে আমার রুমে ঢুকে বল্লেন, ২ জন আহমদী গতকাল তওবা করে মুসলমান হয়েছেন, শুনেছ কি। বল্লাম, গতকালই আমি তা জেনেছি। তাদের বাড়ি পৈরতলা। তিনি তখন বল্লেন, এখন তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মির্যা সাহেবের দাবী সত্য নয়। কারণ, তারা বাস্তবভাবে বুঝে শুনেই তা ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বল্লাম, এ যুক্তি খুবই দুর্বল। আমরা যারা আহমদী হয়েছি বোধ হয় এর শতকরা ৮০ ভাগই আপনাদের সাজানো 'ইসলাম' হতে এ জামাতে এসেছেন। আপনার যুক্তি মেনে নিলে তো আপনাদের ইসলাম যে অসত্য তাতে কোনই সন্দেহ থাকে না। তিনি কতক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, 'আচ্ছা এখন আসি'। এর পর তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

এস হাদীস শিখি

(তৃতীয় কিস্তি)

(১) নিয়্যতের গুরুত্ব

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - (بخاری)

(ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাতি - বুখারী)

অর্থ ঃ নিশ্চয় কর্মের ভিত্তি নিয়্যতের ওপরে।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের চিন্তা-ভাবনায় কী লুকানো রয়েছে আল্লাহ্‌তাআলা তা ভালভাবে জানেন। একথা কুরআন শরীফের সূরা আলে ইমরানের ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং আমাদের কর্মের পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তা আল্লাহ্ ভালভাবে অবহিত। যদিও আমরা তা মানুষের কাছে গোপন করি। তেমনিভাবে আল কুরআনের সূরা হাজ্জের ৩৮ আয়াতে পশু কুরবানী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তাদের মাংস ও রক্ত কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে না কিন্তু তাদের তাকওয়া বা খোদা-ভীরুতা কেবল আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে"। আমাদের মনে এ কুরবানীর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক কাজ স্বচ্ছ-নিয়্যত, পবিত্রতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ওপরে ভিত্তি করে হওয়া আবশ্যক। নিয়্যত সঠিক না হওয়ার কারণে অনেক ভাল ভাল কাজও কোন ফল দেয় না। আর সব কাজের পেছনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই কাম্য হওয়া দরকার।

(২) কুরআন মাজীদ শিখা উত্তম কাজ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ - (بخاری)

(খয়রুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআন ওয়া 'আল্লামাহূ- বুখারী)

অর্থ ঃ তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম যে কুরআন (নিজে) শিখে ও এ (অন্যকে) শিখায়।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৩০ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, যখন হযরত ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তি উঁচু করছিলেন তখন খোদার নিকট দোয়া করছিলেন যেন আল্লাহ্‌তাআলা তাদের মাঝে এমন এক মহান নবী প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিখান। এ দোয়া নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি-সত্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি (সঃ) কুরআনের মাধ্যমে বিশ্বকে নৈতিক মূল্যবোধ ও প্রজ্ঞা শিখান। সুতরাং কুরআন মাজীদ শিখা ও অন্যকে শিখানো নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণে উত্তম কাজ। মানুষের দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের শিক্ষা কুরআনে রয়েছে। তাই এটা নিজেও শিখা আবশ্যক এবং অন্যকে শিখানোও আবশ্যক।

(৩) জ্ঞান শিক্ষা ফরয

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ - (بخاری)

(ত্বলাবুল 'ইলমি ফরিযাতুন 'আলা কুল্লি মুসলিমিওয়া মুসলিমাত - বুখারী)

অর্থ ঃ প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্যে জ্ঞান শিখা ফরয বা অবশ্য-করণীয়।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামে পুরুষ ও মহিলার মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই, জ্ঞান শিখার দিক থেকে তো কোনই ভেদাভেদ নেই। এ হাদীস থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। কেননা, এখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জ্ঞান আহরণের ওপরে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআন করীমের সূরা যুমারের ১০ আয়াতে আমাদের শিখানো হয়েছে- যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে যে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো সেখানেও বলা হয়েছিলো- "তুমি পড় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আলাক্ব ঃ ২) আবার বলেছেন- "তুমি পড়, কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানিত, যিনি কলম দিয়ে শিখিয়েছেন" (সূরা আলাক্ব ঃ ৪ঃ৫)।

কুরআন করীমে পুনরায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখিয়েছেন- "আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে জ্ঞানে বাড়িয়ে দাও' (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৫)।

কুরআনের এ দোয়া থেকেও জ্ঞান শিখার গুরুত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যায়। এজন্যে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার পরিশ্রম ও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করা আর এর মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করা আবশ্যক। জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশুর সমান। জ্ঞানীরাই খোদাকে বেশি ভয় পায় আর তারাই যথাযথ পন্থায় খোদার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়।

(৪) প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ مَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

(কালিমাতুল হিক্‌মাতি যাল্লাতুল মু'মিনি ফাহায়ছু মা ওয়াজাদাহা ফাহুয়া আহাক্কুবিহা - তিরমিযী)

অর্থ ঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো সম্পদতুল্য যেখানে সে তা পায় তা সংগ্রহ করে। কেননা, সে-ই এর প্রকৃত অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ ৩ নম্বর হাদীস থেকে আমরা জেনেছি, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্যে জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয বা অবশ্য-করণীয় নির্ধারিত করা হয়েছে। ২ নম্বর হাদীসে কুরআন মাজীদ শিখা ও শিখানোর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন মাজীদ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অফুরন্ত ভান্ডার। এ হাদীসে এই সূক্ষ্ম কথা বলা হয়েছে যে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা শিখতে হলে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং পুস্তকাদি পাঠ করা ছাড়া আরও ব্যাপক পন্থা মজুদ আছে। যাদের জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষা আছে তারা যদি নিজেদের চোখ, কান ও মনের জানালা কবাট খুলে পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে সাধ্যমত জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে তাহলে তারা এথেকে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারে। নবী করীম (সঃ)-ও প্রকৃতি আর পরিবেশ থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর (সঃ) কোন পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না।

এ হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- জ্ঞানের কথা মু'মিনের 'হারানো সম্পদ' সে যেখানে তা পায় তা যেন সযত্নে নিয়ে নেয়। কেননা, এ জ্ঞানের প্রকৃত মালিক হলো মু'মিন মুসলমান।

হাদীসে ব্যবহৃত 'যাল্লা' (হারানো সম্পদ) শব্দের দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর মধ্যে স্থায়ী আদেশসমূহ (অর্থাৎ শিক্ষা) সন্নিবেশিত রয়েছে (সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্ ঃ ৪)। কুরআন মাজীদ মৌলিক শিক্ষার উৎস। আর এর প্রকৃত মালিক মু'মিন মুসলমানরাই। একটা হারানো জিনিষ ফেরৎ পেলে মানুষ যেভাবে খুশী হয় একজন মু'মিনের একটি জ্ঞানের কথা লাভ করলেও খুশী হওয়া আবশ্যক। মোটকথা জ্ঞান আহরণের জন্যে সর্বদা চাতক পাখীর ন্যায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকা প্রয়োজন। (চলবে)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অমুসলিম ঘোষণার দাবী

এ অন্যায় দাবি থেকে বিরত থাকুন

শুক্রবার পল্টন ময়দানে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়ত আয়োজিত সম্মেলনে আহমদীয়া তথা কাদিয়ানিদের 'অমুসলিম' ও 'কাফের' ঘোষণার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে তা একটি অনাবশ্যক ও অন্যায় দাবি। এ ধরনের দাবি সমাজে বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি ও ঘৃণা ছড়াবে বলে আমরা মনে করি।

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি এর আগেও উঠেছে। কিন্তু এ দাবির পেছনে কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আহমদীয়া নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে আমরা যতদূর জেনেছি তাতে দেখা যায়, তারা ইসলাম, কোরআন, হাদিস এবং ইসলামের মূল বাণী মেনে চলেন। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী এটিও তারা মানেন। তাহলে কাদিয়ানিদের কাফের বলা হবে কেন?

তা ছাড়া কাদিয়ানীরা মুসলিম নাকি অমুসলিম তা সরকার কেন নির্ধারিত করবে? কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলেন, তাকে অমুসলিম বলার এখতিয়ার কি সরকারের আছে? ইসলামের জন্মভূমি সৌদি আরবেও রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। আহমদীরা বা তাদের বিশ্বাস কারো কোনো ক্ষতি করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কাউকে 'কাফের বা 'অমুসলিম' ঘোষণার মাধ্যমে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হোক এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। কাজেই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিবসহ খতমে নবুয়ত সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার যে দাবী তুলেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের দাবী উত্থাপন থেকে সবার বিরত থাকা উচিত।

[সৌজন্যে ঃ সম্পাদকীয় ঃ প্রথম আলো ৫ জানুয়ারী, ২০০৩]

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ৫ জানুয়ারী, ২০০৩

গত ৩রা জানুয়ারী ২০০৩ ইং তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়ত সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনের দাবী দাওয়ার বিষয়টি আমাদের গোচরীভূত হয়েছে।

এ সম্পর্কে আমরা দেশবাসীকে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই যে, আমরা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল ইসলামী মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস করি ও পালন করি। আমরা (আহমদীরা) একটি ধর্মীয় ও অরাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য। ১৯১২ সন থেকে আমরা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছি এবং আমরা সদা রাষ্ট্রের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

আমাদেরকে (আহমদীয়া তরীকার মুসলমানদেরকে) তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়ত সংগঠনের পক্ষ থেকে কাফের ও অমুসলিম ঘোষণার দাবীটি অনৈসলামিক, অযৌক্তিক, অন্যায় ও মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী। তা ছাড়া, ধর্ম সর্বদা ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। কোন দেশের সরকার তার দেশের জনগণের ধর্ম নির্ধারণ করে না বরঞ্চ তার দেশের জনগণের ধর্ম পালনে সরকার সহায়তা প্রদান করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজ মুখে মুসলমান হবার দাবী করে তাকে আমার জন্য মুসলমানদের তালিকাভুক্ত কর" - বুখারী, কিতাবুল জেহাদ।

এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির প্রতীক। পাকিস্তানী ভাবধারা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাই কতিপয় ওলামা পাকিস্তানের কয়েকজন অখ্যাত তথাকথিত লোকজন নিয়ে এদেশের জনগণের মধ্যে বিরোধ ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

আমরা শান্তিকামী আহমদীয়া তরীকার মুসলমানরা তাই, এ বিষয়ে দেশের জনগণ ও সরকারকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনীত-
এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী

কবিতা

দোয়া মোদের শক্তিবল

আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নী যুবক বৃদ্ধ
বালক শিশু যত।
দিবানিশি পরাণ খুলে
দোয়াতে হও রত॥
দোয়া মোদের শক্তি-সাহস
দোয়া বুকের বল।
দোয়ার জোরে বাধা বেড়ী
সব হবে বিকল॥
দীনের ঝান্ডা-আকাশে তুলি'
চলেছি জেহাদী বীর।
দোয়ার বলে চূর্ণ হবে
হিমাদ্রির ঐ উচ্চ শির॥
মিথ্যার সাথে করছি জিহাদ
সত্যের অসি হাতে।
ভয় করি ভাই কারে কিবা
আল্লাহ্ মোদের সাথে॥
সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে
দীনের শিক্ষা ভুলি'।
আল্লাহ্ দিলেন মোদের স্কন্ধে
দীনের বোঝা তুলি'॥
বুকে দিলেন শক্তি সাহস
ঈমান মোদের বল।
খলীফা মোদের সিপাহসালার
মোরা সৈন্য দল॥
মোদের চোখে নাই কোন ভেদ
সবারে জানি ভাই।
প্রীতি প্রেমের স্নেহ-বন্ধনে
করবো-এক ঠাঁই॥
দীন ইসলামের মহান শিক্ষায়
গড়বো ধরাতল।
স্বর্গ হতে আসবে নেমে
শান্তি সুখের ঢল॥
নাই বা থাকুক কামান বন্দুক
ঢাল-তলোয়ার ভাই।
মোদের অগ্রযাত্রা রুখতে পারে
সাধ্য কারো নাই॥
ঈমানেরই তপ্ত তেজে
মিথ্যা হবে লয়।
সেই শুভ দিন আনবো ধরায়
ইসলামের বিজয়॥

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তার বংশের পরিণতি

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী আহমদীয়তের ইতিহাসে একটি কুখ্যাত নাম। হাঁ, নমরুদ, ফেরাউন, হামান আর আবূ জাহলের মত নবীর বিরোধিতাকারীদের নেতা হিসাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে যে হতভাগ্য ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়িয়েছিল তার নাম মৌলভী আবূ সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিখ্যাত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশের পর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন সেই মৌলবীই প্রতিশ্রুত মসীহ্ দাবীর পর তাঁর সব চাইতে বড় শত্রুতে পরিণত হয়। তৎকালীন ভারতবর্ষের বড় বড় মৌলভীর কাছ থেকে কুফুরী ফতওয়া সংগ্রহ করে পাঞ্জাবসহ সারা দেশে তা প্রচার করার কাজে এ ব্যক্তি তার সমস্ত জীবন ব্যয় করেছে। বিনিময়ে অর্জন করেছে চরম ব্যর্থতা আর লাঞ্ছনা। অপদস্থ হয়েছে প্রতিটি পদে পদে।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের একজন প্রখ্যাত আলেম এবং 'ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক হিসাবে তৎকালীন মুসলমান সমাজে সুপরিচিতি এ মৌলভী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মোকাবেলায় দম্ভভরে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল- "আমি এ ব্যক্তিকে উঁচু করিয়াছি আমিই তাহাকে নীচে নামাইব।" ফলশ্রুতিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্তাআলার ওয়াদা- "ইন্নি মুহিনুম মান আরাদা ইহানাতাকা" (অর্থাৎ যে তোমাকে অবমাননা করার সংকল্প করবে, আমি তাকে অপদস্থ করব) অনুযায়ী চরমভাবে অপদস্থ হয়েছে।

মুছে গেছে তার নাম পৃথিবী থেকে। আহমদী ছাড়া আজ তাকে স্মরণ করার আর কেউ নেই। এমন কি ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে তার গোটা পরিবার।

হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) তাঁর গ্রন্থ হাকীকাতুল ওহীতে বলেন- "তাহারা আরো একটি অনুরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে যে, একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন এবং তাহার বন্ধুদের সম্পর্কে লাঞ্ছনার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা লাঞ্ছিত হয় নাই"। আফসোস, এই সকল লোক জানে না যে, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের লাঞ্ছনা পৃথক ধরনের হইয়া থাকে।... অনুরূপভাবে তাহার পরিবারে এরূপ অনেক অভ্যন্তরীণ তিক্ততা ও লাঞ্ছনা আছে যেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না। তবে কি এত কিছু ঘটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার কোন লাঞ্ছনা হয় নাই? ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টে কি নির্ধারিত আছে জানি না। কেননা ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন নির্ধারিত মেয়াদ থাকা জরুরী হয় না (হাকীকাতুল ওহী, বাংলা অনুবাদ, পৃঃ ৩২৭-৩২৮)

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর এই পারিবারিক তিক্ততার কথা আমরা অনেকেই হয়তো জানি না। আমরা জানি না কীভাবে আল্লাহ্তাআলা তাঁর মসীহ্র জন্য সম্মানবোধ প্রদর্শন করেছেন। আমরা হয়তো এ-ও জানি না খোদার মনোনীত বান্দাদের বিরোধিতাকারীদের কত দূর-প্রজন্ম পর্যন্ত তাড়া করা হয়। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী'র (নাতি) জনাব শেখ সাঈদ আহমদ। তিনি ১৯৭৪ সালে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়তের নূর দ্বারা নিজের হৃদয়কে আলোকিত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি একটি অনুষ্ঠানে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর পারিবারিক তিক্ততার কথা বর্ণনা করেন। তার সেই বক্তব্য (উর্দূ) ওডিও রেকর্ডিং থেকে হুবহু বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপন করছি। তার এই বক্তব্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আজ এমন একটি বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই যা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি দুঃখও পাই আবার আনন্দও অনুভব করি। দুঃখ এজন্য পাই যে, মায়ের দিক থেকে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী আমার নানা ছিলেন। আজ যদি আমি তার সমস্ত জীবনের ঘটনা-পঞ্জী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তবে তা এক মর্ম পীড়াদায়ক ঘটনা হবে। আর আনন্দ এজন্য অনুভব করি যে. আল্লাহ্তাআলা সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীকে আপন আপন অবস্থানে পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত করে দিয়েছেন।

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী চারটি বিয়ে করেছিলেন। যাদের থেকে তার অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল। তার ছিল ছয় ছেলে আর পাঁচ মেয়ে। এদের একজন 'আমাতুর রউফ' ছিলেন আমার মা। তার বড় দুই ছেলের নাম ছিল আব্দুন নূর ও আব্দুশ শুকুর। তারপর আব্দুল ইসহাক এবং আতাহার হোসেন, অতঃপর শেখ আব্দুস সালাম এবং সবশেষে শেখ আহমদ হোসেন।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে অস্বীকার করার পর তার উপর (মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী) প্রথম প্রতিক্রিয়া নাযেল হলো যে, তার বড় দুই ছেলে আব্দুন নূর ও আব্দুশ শুকুর বাড়ী থেকে পালিয়ে বোম্বে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে খৃষ্টান হয়ে গেল। আব্দুশ শুকুর সাহেব কোথায় আছে আজ পর্যন্ত তার কোন খবর পাওয়া যায় নি। তবে হাঁ, আব্দুন নূর সাহেবের ব্যাপারে জানা গেছে, তিনি খৃষ্টান হয়ে ভারতের বাঙ্গালোর একজন খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করতেন। তাদের এক মাত্র ছেলে যে এখনও জীবিত আছেন তিনি খৃষ্টান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। দু'জনের ঘটনা এই।

আর আতাহার হোসেনের ব্যাপার হ'ল- আপনারা পাঞ্জাবের লোক আপনারা জানেন কিছু লোক আছে যারা মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ায়। মদ, গাঁজা খেয়ে ওখানেই মরে পড়ে থাকে। আতাহার হোসেনের অবস্থা এ রকমই ছিল। সে গাঁজা আর আফিম খেত। কেউ জানে না সে কবে মরেছে আর কোথায় তার কবর দেয়া হয়েছে।

একজন ছিল আবূ ইসহাক, সে তো সারা জীবন পাগলা গারদে ছিল। দেশ বিভাগের পর আমার মা বাটালার পৈত্রিক সম্পত্তি কোন বন্দোবস্ত করার লক্ষ্যে (পাকিস্তানের) স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গেলে তারা বলেন- মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে তাকে নিয়ে আসুন। তার জবানবন্দী নিয়ে তারপর জমি-জমার সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। তখন আমার মায়ের খেয়াল গেল তার ভাই আবু ইসহাকের প্রতি যে পাগলা গারদে আছে। ভাবলেন, তাকে একবার এনে জবানবন্দী দেওয়ানো যাক, তারপর আবার পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। ২০/২৫ বছর থেকে তিনি পাগল গারদে ছিলেন। কেউ তার কাছে কখনও যায় নি। যাই হোক আমি আর আমার বড় ভাই

মাকে নিয়ে লাহোরের মানসিক হাসপাতালে গেলাম। আমরা সেখানকার মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে বললাম, আমরা শেখ ইসহাক সাহেবকে নিয়ে যেতে চাই। তিনি জানালেন, সে খুব ভয়ঙ্কর রুগী তাকে আপনারা নিয়ে যাবেন না। আমার মায়ের জেদা-জেদীর কারণে তারা তাকে আমাদের সামনে নিয়ে এলেন। মা বলতেন, তিনি ঠিক মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের মত দেখতে। তিনি এসে প্রথমে বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কোথায়' সে যেন এসে আমাকে নিয়ে যায়।' মা বললেন, সে তো অসুস্থ আসতে পারবে না।' তখন তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তোমরা আগামীকাল এসে আমাকে নিয়ে যেও।' পরদিন আমরা তৈরী হয়ে সেখানে গেলাম। তিনি হাতে একটা পোটলা, মাথায় রামপুরী টুপি আর সাদা রংয়ের পায়জামা পরে চলে এলেন। সুপারিনটেন্ডেন্ট আবারও আমার মাকে বললেন, 'আপনারা আবেগতাড়িত হয়ে তাকে নিয়ে যাবেন না।' তিনি (সঃ) বললেন, 'না, আমরা তাকে নিয়ে যাব।' এরপর আমরা যখন ওখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি হঠাৎ করে তিনি 'আমি খোদা' 'আমি খোদা' বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন। সাথে সাথে তারা সবাই তাকে ধরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, তাকে যেতে দেয়া যাবে না। এ ছিল তৃতীয় জনের ঘটনা। এর আগে আতাহার হোসেন ও বড় দু'জনের কথা তো বলেছি।

এবার শেখ আব্দুস সালাম সাহেব। আমার মনে আছে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ফয়সালাবাদের তহসিল গুজরাঁওয়ালায় যেতাম। গুজরাঁওয়ালার পাশে একটি জায়গার নাম তেইশ চক। সেখানে মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দশ একর জমি পেয়েছিলেন। মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী আমার মাকে বললেন, 'তুমি তোমার স্বামী-সন্তানদেরকে নিয়ে গুজরাঁওয়ালা চলে যাও। সেখানে গিয়ে আমার জমি দেখাশুনা কর।' আমরা সেখানে চলে গেলাম। আব্দুস সালাম সাহেব প্রায়ই গুজরাঁওয়ালা আসতেন। তিনি সেনাবাহিনীর হিসাব রক্ষণ বিভাগের হিসাব রক্ষক ছিলেন। সর্ব প্রথম একটা দুর্ঘটনায় তার দু'টি পা ভেঙ্গে গেল। লাঠিতে ভর করে তিনি চলতেন। তারপর তার দু'টো চোখে ছানি পড়ল। আমার খুব ভাল মনে আছে, আমি তার হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতাম। সেখানে যা টাকা-পয়সা পাওয়া যেত তা-ই নিয়ে চলে আসতেন। মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে গেলেন, এ আমার মেয়ে মাফিয়া, রুকাইয়া ও অন্যান্য মেয়েদের নাম নিয়ে বললেন, 'আমি এদেরকে আমার জমি দিয়ে গেলাম। ছেলেদেরকে কিছুই দেব না।' আর এ যে দশ একর জমি এটা আমি 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোর-এর নামে দিয়ে গেলাম। এর আয় ওরাই খাবে।' অবশিষ্ট দশ একর জমি তা-ও আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের এতীমখানার নামে দিয়ে গেলেন। অবশ্য লিখিতভাবে জমি তাদেরকে দিয়ে যান নি বরং শুধু ওসীয়্যত করে গেলেন যে, এ জমির আয় এতীমখানা পাবে। এখনও আমার ভাল মনে আছে ওখানে মুন্সী চেরাগ দীন সাহেব নামে একজন জমির ব্যবসা করতেন। আব্দুস সালাম সাহেব আমার হাত ধরে সেখানে যেতেন এবং বলতেন, 'এ জমি থেকে আমাকে কিছু অংশ দেয়া হোক।' তারা বলতেন, ওসীয়্যত, মোতাবেক এটা এতীমদের জায়গা। এখানে আপনি অংশ পাবেন না।' তিনি বলতেন, 'এ মুহূর্তে আমার চাইতে বেশি এতীম আর কে আছে।' এভাবে অংশ নিতেন।

তার (মৌঃ মোঃ হোসেন বাটালবী) আর একটা ছেলে ছিল আহমদ হোসেন। সবচেয়ে ছোট ছেলে। আমার মনে আছে আমি তখন খুব ছোট ছিলাম, একবার এক ঈদের দিন আমি তাকে বললাম- 'চলেন নামায পড়ে আসি'। তিনি আমাকে বললেন, 'নামায থেকে আমার মন একদম উঠে গেছে। আমি খোদাও মানি না আর নামাযও মানি না।'

এ ছয় ছেলের মধ্যে মাত্র দু'জনের সন্তানাদী ছিল। আহমদ হোসেন আর আব্দুস সালামের। (আব্দুন নূর সাহেবের কথা উল্লেখ করা হয় নি -অনুবাদক)।

আব্দুস সালাম সাহেবের ছেলে শেখ মোহাম্মদ আসলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) যখন লাহোরে প্রিন্সিপাল ছিলেন তখন তিনিও ইসলামীয়া কলেজ রেলওয়ে রেভের প্রিন্সিপাল ছিলেন। অর্থাৎ এদিকে, ইনি (হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব) এ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন যেটা কাচারীর পাশে আর তিনি (শেখ আসলাম) ওদিকের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সংক্ষেপে তার ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আব্দুস সালাম সাহেবের একমাত্র পুত্র শেখ মোহাম্মদ আসলাম একেবারে মাতাল অবস্থায় মারা গেছে। তার মৃত্যু-সজ্জায় যখন ডাক্তার এলেন আর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আপনি কি পান করছেন'? আমার খুব ভাল করে মনে আছে- কাঁচি মার্কা সিগারেট তিনি পান করতেন আর বলতেন-No Drinking. তিনি মারা যাওয়ার পর আমার মা যখন সহমর্মিতা জানাতে তাদের বাড়ীতে গেলেন তখন তার স্ত্রী বলতে লাগলেন- 'মরবে না কেন? মরার পরেও তার আলমারী থেকে মদের বোতল বেরিয়েছে।' ডাক্তার বার বার নিষেধ করেছেন কিন্তু তিনি শোনেন নি। আব্দুস সালামের ছেলের মৃত্যুর সাথেই তার কাহিনী এখানেই শেষ হ'ল।

এখন রইল আহমদ হোসেন সাহেব। তিনি থাকতেন সাহাদী পার্ক নামক জায়গায়, পাঞ্জাবীতে যাকে রোড়াওয়ালা ছাপ্পড় বলে, এটা জানাযগার পাশে। তার সন্তানাদি ছিল। একজনের নাম ছিল মউদ, একজনের নাম ছিল সওদ আর একজন সাঈদ। সাঈদ সবার বড় ছিল। আমার বড় ভাই সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। যখন মার্শাল ল' জারী হ'ল তখন তিনি (ব্রিগেডিয়ার মনসুর আহমদ) করাচী ছিলেন। সেখানে তার কাছে তথ্য এলো যে, সাঈদ টুন্ডা নামে এক লোক বেআইনি কারবার করে। মদ্, কোকেন ইত্যাদি কেনা-বেচা করে, তাকে ধরতে হবে। ভাই বলেছেন, ঐ অভিযানের পরিচালনা আমি নিজে করেছিলাম। যখন আমরা ঐ বাড়ী ঘেরাও করলাম এবং সিপাহীরা আসামীকে ধরে বাইরে নিয়ে এল-দেখা গেল সেই সাঈদ। অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর পৌত্র। ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল তার আমি ওর দিকে। যাই হোক আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। আমি তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলাম। পরে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী কর? এমন সব জিনিস তার কাছ থেকে পাওয়া গেল, যা দুনিয়ার সব রকম নোংরামীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

আর এক ছেলে ছিল মওদ। সে ইংল্যান্ডে এসেছিল। তারপর আর জানা নেই সে কোথায় গেল।

আর একজন ছিল মওদ। তার বিরুদ্ধে ৪৫টি চুরির কেস ছিল। এ ছিল মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর বংশের অবস্থা। (চলবে)

-এন. এ. শামীম আহমদ, বেলজিয়াম

পর্দা প্রগতির দিশারী

(চতুর্থ কিস্তি)

ইতিহাসে পর্দাহীনতার পরিণতি

সৃষ্টিকৌশলী আল্লাহ্‌তাআলা মানবের জন্য প্রদত্ত জীবন বিধানের আলোকে কীভাবে পশু প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশে জীবনকে সুষমাময় করে গড়ে তোলা যায় তা তাঁর প্রেরিত নবী-রসূলের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে যারা তা পালনে পাশবিক শক্তিকে অবদমিত করে যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে তাদের জীবন সুখী সমৃদ্ধিশালী ও সার্থক হয়েছে। আর যারা ঐশী শিক্ষা হতে বিমুখ হয়ে পার্থিব সম্ভোগে জীবনকে বিভোর করেছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইতিহাসে আলোকপাত করলে দেখা যায় বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশ ও জাতি নারী ধর্ষিত ফেৎনা ফেসাদের কারণে সৃষ্ট অবাধ যৌনাচারের বিষক্রিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। হযরত লূত (আঃ)-এর সময় সে দেশে অবাধ যৌনতার সামাজিক প্রথা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। নারীরা-পুরুষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের দাসী, অস্থাবর সম্পত্তি ও যৌন ভোগের সামগ্রী হিসাবে মূল্যায়ন হত। যৌন কর্মের কোন প্রতিরোধ প্রথা ছিল না। নারী ধর্ষণ, সমকামিতা, মদ, জুয়া, নর হত্যা ইত্যাদি বিভিন্ন পাপাচারে সমাজ কলুষিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পাপীষ্ঠ মানুষের পাপাচার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করলেই মহাপরাক্রমশালী খোদা কর্তৃক ধৃত হয় এবং শাস্তি প্রাপ্ত হয়। তাই লূত (আঃ)-এর জাতি আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় নারী ঘটিত বিভিন্ন পাপাচারে দেশ ছেয়ে যায়। মানব সমাজ পশু প্রবৃত্তির মাঝে অবাধ যৌন বিহারে ভাসতে থাকে। তাই আল্ আফউ খোদাতাআলার মনোনীত মহাপুরুষ হযরত নূহ (আঃ) ঐশী বাণীর আলোকে সমাজকে পূতঃ পবিত্র করার প্রেক্ষিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু অবক্ষয়ের কড়াল কবলে পতিত বিদিশা জাতি হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় নি। বরং তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত অন্যান্য সতর্ককারীদের অমোঘ বিধানের ন্যায় হযরত নূহ (আঃ)-এর উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন করে। এমন কি তাঁর (আঃ) ঔরষজাত ছেলেও বিরোধিতা করে। অবশেষে আল্‌মুক্তাদীর ও আল্ আযীয খোদাতাআলা কর্তৃক শাস্তিস্বরূপ মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। প্রলয়ঙ্কারী মহা প্লাবনের ধ্বংস লীলায় পথহারা মানবের সতর্ককারী হযরত নূহ (আঃ)-এর সত্যতা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল জয়যুক্ত হন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় বনী ইস্রাঈলের নারীরা রূপ যৌবন প্রদর্শনে অধিক সাজ-সজ্জা করে বাইরে বের হতে শুরু করে। ফলে অচিরেই সমাজ যৌনচারে কলুষিত হয়ে যায়। নারীঘটিত বিভিন্ন ফেৎনা সৃষ্টি হয়। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হয়।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বনী ইসরাঈল জাতির উপর খোদাতাআলার লা'নতের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে সাজ-সজ্জা করে মসজিদ ইত্যাদিতে আসা থেকে বিরত রাখ। কেননা, বনী ইস্রাঈলের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত লা'নত বর্ষণ করা হয় নি যতক্ষণ তাদের স্ত্রীলোকের সাজ-সজ্জা করে বাইরে বের হতে শুরু না করেছে (ইবনে মাজাহ)।

প্রাচীন রোম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতি লাভের পর অনেক বিলাসবহুল জীবন যাপন শুরু করে। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে পার্থিব সম্ভোগ বৃদ্ধির সাথে মহিলারা উশৃঙ্খল ও বলগাহীন হয়ে যায়। নারী পুরুষ অবাধ যৌন সম্ভোগে বিভোর হয়ে পড়ে। রোমানদের মধ্যে জাতিগতভাবে কর্ম উদ্দম হ্রাস পায়। অবশেষে রোমরাজ্যে চরম অধঃপতন নেমে আসে। তখন তাদের মনীষীদের মাঝে এ জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ অনুধাবনে শুভ বুদ্ধি উদয় হয়। অতঃপর তারা নারী সমাজের উপর কঠোর আচরণের পদক্ষেপ নেয়। গৃহবন্দী রেখে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে। ইতিহাসের এ সব অধঃপতনের ঘটনা ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে সমাজে নারী -পুরুষের অবাধ মেলামেশার পাপচারের কারণে সৃষ্ট।

বর্তমান বিশ্বে নারী পুরুষের লাগামহীন চলাফেরায় তথা পর্দাহীনতার বিষক্রিয়ায় চরম অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তা যেন মানবজাতির ইতিহাসে ক্রমাগত বহুগুণে বর্ধিত বিশ্ব-সংস্করণ। এ ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই বহু জাতি ও দেশ নৈতিকতায় দেওলিয়া হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা পথহারা মানব জাতির পথের দিশায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে ধরা পৃষ্ঠে প্রেরণ করেছেন। তিনি অন্যান্য সতর্ককারীগণের ন্যায় একজন সতর্ককারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অনুগমনে ইসলামের পুনর্জাগরণে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত। নতুবা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে বর্তমান বিশ্ব মানবতার ধ্বংস অনিবার্য।

নারী বৈপরীত্যের আধার

সৃষ্টির রহস্যের মাঝেই নারী বক্র স্বভাবে সৃষ্টি। তাকে পাঁজরের বক্রতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "মহিলারা পাঁজরের ন্যায় তুমি যদি সেটিকে সোজা করার চেষ্টা কর তাহলে সেটি ভেঙ্গে ফেলবে। তথাপি এটির বক্রতা সত্ত্বেও যদি এ থেকে লাভজনক হওয়ার চেষ্টা কর তাহলে লাভবান হবে" (মুসলিম)। অর্থাৎ নারীর মাঝে প্রকৃতিগতভাবেই বক্রতা বিদ্যমান। আর এই বক্রতার মাঝে কল্যাণও নিহিত আছে। তাই তার নিকট হতে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সে জন্য আরবী ভাষায় নারীকে 'মস্তুরাত' বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ এমন একটি বস্তু যা সর্বদা ঢেকে রাখা আবশ্যক। কখনও নারীকে আগুনের সাথেও তুলনা করা যায়। আগুনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার যেমন মানব জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে তথা সভ্যতার সূত্রপাত, জ্ঞান - বিজ্ঞানের উন্নতি ও আধুনিক বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তেমনি আগুনের অপব্যবহারের লেলিহান শিখায় বিশ্বের অনেক কিছু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অনেক ধ্বংস-লীলা ঘটেছে ও ঘটছে। অনুরূপ নারী অসংখ্য বৈপরীত্যের আধার হওয়ায় তার মাঝে লুকিয়ে আছে স্নেহ, মায়া-মমতা আদর-সোহাগ ও অফুরন্ত প্রশান্তি লাভের অসংখ্য কল্যাণকর গুণাবলী, আবার তার মাঝে বিরাজ করে মানব হৃদয় জ্বলে পুড়ে

ছাড়খার করে দেবার মত অকল্যাণকর অনেক বিষয়। তাই বিবাহের মাধ্যমে নির্ধারিত নারীর সাথে যৌন সম্পর্কে যেমন জীবনের পরিপূর্ণ প্রেম-প্রীত ভালবাসা ও অফুরন্ত প্রশান্তি মিলে তেমনি বহুমুখী নারীর সাথে অবাধ মেলামেশার অপব্যবহারে উভয়ের জীবন নৈতিকতা বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সে জন্য নারীর বক্র স্বভাবের আগ্নেয়গিরির অগ্নিশীখা হতে সর্বদা দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তার উৎকৃষ্ট পন্থা হ'ল ইসলামী পর্দা প্রথা। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পর্দার বিধান পালনের মাধ্যমে নারীঘটিত অকল্যাণ হতে মানব সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব।

তবে পারিবারিক জীবনে নিজ রমণী হতে অফুরন্ত প্রশান্তি পাওয়া গেলেও তার সাথেও সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন হয়। কেননা, তার বক্র পাঁজরের অকল্যাণের বৈশিষ্ট্যে মানব হৃদয় সংক্রামিত হয়। তাই আল্লাহ্‌তাআলার সাবধানতার বাণী, "হে ঈমানদারগণ নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। (আত্ তগাবুন ঃ ১৫)। নারী জাতির অকল্যাণের ভয়াবহতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে নারী জাতি হতে সাবধানে চলার মাঝেই কল্যাণ নিহিত"।

বলা বাহুল্য নারীঘটিত অকল্যাণ সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর এবং বিভিন্ন অপকর্মের উন্মেষ ঘটায় বিধায় প্রকৃতি তথা প্রকৃতিপ্রদত্ত ধর্ম ইসলাম নারীকে সাবধানে পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। যদি পারিবারিক জীবনে নারীর উপর পুরুষের কোন কর্তৃত্ব না থাকে কিংবা পুরুষের উপর নারীর কর্তৃত্ব অর্পিত হয় তাহলে সমাজ নারীঘটিত অকল্যাণে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। প্রাচ্যের অত্যাধুনিক সমাজের নারীরা পুরুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে বলেই তাদের মধ্যে নারীঘটিত অকল্যাণের মাত্রা অত্যধিক। সুতরাং পর্দার বিধান যথার্থ পালন এবং নারী হতে সাবধানে চলার মাঝেই মানব সমাজের কল্যাণ। (চলবে)

- মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা

(তৃতীয় কিস্তি)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেছেন। তাই আমাদেরকে প্রথমে দেখে নিতে হবে ইমাম মাহ্‌দী বা মসীহ্ মাওউদ বা অন্য যে কেউ (যিনি আগমনকারী) সম্পর্কে কুরআন বা হাদীসে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না। যদি ঐ পদবী সম্বলিত বা মর্যাদা - সম্পন্ন কোন ব্যক্তির আগমনের কথা না থাকে তবে কেউ এসে হাজার বার মাথা কুটে মরলেও আমাদের করার কিছুই নেই। কিন্তু যদি এমন সম্ভাবনা কুরআন ও হাদীসে পেয়ে যাই যে, শেষ যুগে এক মহান আগমনকারীর শুভ সংবাদ রয়েছে তাহলে যে-ই এ বিষয়ে দাবী করবে তাঁরই দাবীর সত্যতা কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং ভীত হওয়ার পর তাদেরকে তৎপরিবর্তে নিরাপত্তা দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে তারা কাউকে শরীক করবে না এবং তারপর যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কর্মকারী হবে (সূরা নূর ঃ ৫৬)।

উপরোক্ত আয়াতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমান জাতির সাথে ওয়াদা করছেন; তিনি এ জাতির মধ্যে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন; শর্ত এই যে, ঈমান আনতে হবে এবং সৎ কাজ করতে হবে। এ আয়াত দ্বারা প্রথম প্রশ্ন ও এর সহজ উত্তর যা উৎকলিত করা যায় তা হচ্ছে- যদি নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে নবীর তো দরকার আছে। তাহলে কি নবীর দরজা খোলা আছে! উত্তর হ্যাঁ, খোলা আছে। তবে অবশ্যই উম্মতি নবীর। মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দাসত্বের চাদর পরে যিনি নবী হন তিনিই উম্মতি নবী, দাস নবী বা চাকর নবী। স্বাধীন স্বতন্ত্র নবুওয়ত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লমের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বের টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে এর কলেবর বৃদ্ধি করা হল না। দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে যাচ্ছি তা হবে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপন করা আপত্তির এলযামী জবাব। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে, ঈমান আনার পর সৎকর্ম করলে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলে বর্তমান যুগে কি কেউ সৎকর্ম করছে না? যদি করে থাকে তবে তাদের মধ্যে খেলাফত কই? এমনতো নয় যে, খেলাফতের গুরুত্ব তারা বুঝে না। বুঝে বলেই তো খেলাফত আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা যে আল্লাহ্‌র কাজ এটা কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়, সবচেয়ে লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি তো তখন হয় যখন দেখি যে, এমন একজনকে খেলাফত কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল যিনি নিজে ইসলামের অনুসারী নন? (যদিও তিনি একজন বিদগ্ধ ও সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিলেন। তাঁর প্রতি কোন অবজ্ঞা প্রকাশ করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। শুধু সত্যতার খাতিরেই এ লেখা।)

আলোচ্য আয়াতে 'পূর্ববর্তী' বলতে বুঝানো হয়েছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যেমন করে হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর অনেকদিন পর্যন্ত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল এরপর মূসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর তেরশ' বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) এ পৃথিবীতে এবং মূসা (আঃ)-এর মসীহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনিভাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাঁর মৃত্যুর তেরশ' বৎসর পর মসীহরূপে একজনের আবির্ভাব ঘটবে যিনি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুকরণে ও অনুসরণে তাঁর দীনকে সঞ্জীবিত করবেন। তাঁর অর্থাৎ মাহ্‌দীর মৃত্যুর পর আবার নবুওয়তের

পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। যেমন এক হাদীসে হযরত নু'মান বিন বশীর হুযায়ফা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

"হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহতাআলা উহা উঠিয়ে নিবেন। এর পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন উহা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা উহা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর হযরত আকদস সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন" (আহমদ বাইহাকী)।

এ হাদীসটিতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ অর্থাৎ ইমাম মাহদীর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। অনেক আপত্তিকারী এ হাদীসের রেওয়ায়াতের শেষ বাক্যটিতে আপত্তি উত্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। অতঃপর হযরত আকদস সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন," - এ উক্তিটি দিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা একথা বুঝাতে চান যে, মহানবী হয়তো আরো কিছু বলতেন। এ আপত্তির জবাব দু'ভাবে দেয়া যায়। প্রথমতঃ এটা বর্ণনাকারীর কথা, মহানবীর কথা নয়। বর্ণনাকারী বলছেন, এ কথাগুলো বলার পর মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এজন্য চুপ হয়ে গেলেন যে, যে পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সে পর্যন্ত আগে পূর্ণ হোক। অর্থাৎ যেভাবেই এ শেষ বাক্যকে নেয়া হোক না কেন যুগের লক্ষণ আর কুরআন ও হাদীস একথারই সাক্ষ্য দিবে যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) সত্য। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক।

পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ পাক সূরা জুমুআর ৪র্থ আয়াতে বলেন- "এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি।"

এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি আবার আসবেন, তারা কারা? তিনবার একই প্রশ্ন করা হলো। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত সালমান ফার্সীর কাঁধে হাত রেখে বলেন-

"ঈমান যদি সুরাইয নক্ষত্রেও চলে যায় তাহলে তাদের (পারস্য) বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান হতে একে নামিয়ে আনবেন সূরা জুমুআর ৪নং আয়াত এবং এর তফসীর যা স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম করেছেন। এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শেষ যুগে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসবেন তিনি পারস্য বংশীয় হবেন এবং তার আগমন মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই আগমন হবে। তাই শেষ যুগের মসীহ্ হওয়ার দাবীকারক মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পারস্য বংশীয় হওয়া তাঁর সত্যতারই প্রমাণ পেশ করে।

উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মাহদী ও মসীহ্ সম্পর্কে শুধু ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয় নি সেই সাথে তাঁকে জানার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাকে না মানার পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণনা এসেছে-

(১) "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহ্দীর সাহায্য করা বা তাঁর তাকে সাড়া দেয়া" (সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল মাহ্দী)।

(২) অতঃপর আল্লাহ্তাআলার খলীফা ইমাম মাহ্দী আসবেন। তোমরা তাঁর আগমনবার্তা শুনামাত্রই তাঁর নিকট হাযির হয়ে বয়াত করবে" (মিসবাহ্, যুজাযা, হাসিয়া ইবনে মাযাহ্, বাবু খুরুজুল মাহ্দী)।

(৩) যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তাঁর হাতে বয়াত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র খলীফা, আল্ মাহদী" (সুনানে ইবনে মাজা ঃ বাবু খুরুজুল মাহ্দী)

উদ্ধৃত তিন নং হাদীসে আল্লাহ্র খলীফা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যিনি মাহ্দী হবেন তিনি (উম্মতি) নবী হবেন। তাই ইমাম মাহদী শুধু প্রতিশ্রুত সংস্কারকই নন তিনি একই সাথে নবীও। তবে সে নবী সূরা নেসার ৭০ নং আয়াতের আলোকে হবেন। ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে না মানার পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে-

(১) "যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়াত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়তের (অজ্ঞতার) মৃত্যুবরণ করেছে" (সহী মুসলিম)।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে একটি কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না আর তা হ'ল ঃ

আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীতে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ পাঠিয়েছেন এবং তাঁদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হ'ল কেউ যেন একথা বলতে না পারে আমরা তো যামানার ইমামকে পাই নি।এভাবে যদি শুধুমাত্র রসূলের কথাকেও যদি মর্যাদা দেই তবুও মির্যা গোলাম আহমদকে মানতে হবে। যদি তিনি সত্য না-ও হতেন তবুও এজন্য তাঁকে মানতে হতো কারণ, চতুর্দশ শতাব্দীতে কেউ মুজাদ্দিদ হবার দাবী করেন নি। অন্যদিকে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একথাও বলেছেন যে, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্তাআলা এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন। আর খোদার রসূল কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। তাই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কথাও সত্য, তিনিও সত্য আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-ও সত্য মাহদী এবং মসীহ্ ও উম্মতি নবী। কেউ যদি রাসূলের কথাকে অগ্রাহ্য করে তবে তার জন্য আফসোস করা ছাড়া আপাততঃ আর কোন পথ খোলা নেই। তবে মনে রাখতে হবে একদিন না একদিন আমরা অবশ্যই আপন প্রভু সকাশে গমন করবো। মোল্লার চেয়ে কোন কিছু আমরা বড় মানলাম না কিন্তু সেই প্রভু যিনি মহান

আরশের অধিপতি তিনি সবই দেখছেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল কিন্তু তাঁর ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধবাদীগণের প্রতি তিনি বড়ই কঠোর। মনে রাখতে হবে খোদাই সব। যেদিন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরত করেছিলেন সেই সময়ে তিনি ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। যখন শত্রুরা গুহার মুখের কাছে এসে গেল তখন আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'আমরা তো মাত্র দু'জন'। তখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমাদের সাথে খোদা আছেন।" আল্লাহ্ সে গুহার মুখে মাকড়সা দিয়ে জাল বুনিয়ে তাঁর প্রিয় হাবিবকে রক্ষা করেছিলেন। আর তাই আজ আমাদেরকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কোন্‌দিকে যাব? আল্লাহ্ না দুনিয়া! আর অঙ্গীকারের মাত্রায় বেড়ে যাওয়া এটা কোন শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। শুধুমাত্র খোদার খ্যাতিরে সত্যকে মানাই প্রকৃত মু'মিনের লক্ষণ। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন-

'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উপরও সেই সব অবস্থা আসবে যেরূপ বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে; এমনকি তাদের মধ্য হতে যদি কেউ প্রকাশ্যে নিজ মায়ের নিকট গমন করে যাকে তদ্রূপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যে সেরূপই করবে। বনী ইসরাঈল তো বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবল মাত্র এক ফিরকাহ্ ব্যতীত। তাঁরা (সাহাবারা) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই ফিরকাহ্ কোন্‌টি?" তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সে পথে যে ফিরকাহ্ থাকবে" (তিরমিযী ঃ কিতাবুল ইমাম)। (চলবে)

- এহসানুল হাবীব (জয়)

সংবাদ

শুভ বিবাহ

□ জনাব কাজী আব্দুল বারী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ কাজী আমাতুন্নাহার সাং - ধানীখোলা, ডাকঘর - ধানীখোলা, থানা-ত্রিশাল, জেলা - ময়মনসিংহ -এর বিয়ে জনাব জমির উদ্দিন আহমদ-এর পুত্র জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সাং - কৈগাড়ী, কৃষ্ণপুর, জেলা - নাটোর এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৫/১২/০২ তারিখ, রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩১৩/০২ তারিখ ২৯/১২/০২।

□ জনাব হুমায়ুন কবীর-এর কন্যা মোসাম্মাৎ বুশরা সাং - দক্ষিণ আহমদ পাড়া, জেলা - ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে মরহুম সিদ্দিক আহমদ-এর পুত্র জনাব নেয়ামত উল্লা, সাং - ফাজিলপুর, জেলা - ফেনী এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ৩০/০৮/০২ তারিখ, রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং - ০৩১৪/০২ তারিখ ১৪/১২/০২।

□ জনাব আব্দুল আজিজ খান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ তাপসী রাবেয়া (বেবী) সাং - কান্দিপাড়া (আহমদী পাড়া), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া - এর বিয়ে জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান-এর পুত্র জনাব আতাউল মুজীব রাশেদ, সাং - ৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০২/১২/০২ তারিখ, রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩১৫/০২ তারিখ ১৪/১২/০২।

□ জনাব মোঃ আবুল কাশেম মিয়া-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজানা আকতার পলি সাং - শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিয়ে মরহুম গোলাম সারোয়ার খাদেম-এর পুত্র জনাব পলাশ আহমদ এ্যাপোলো, সাং - খড়মপুর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে টাকা ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরান্য ধার্যে গত ০৬/০৯/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩১৬/০২ তারিখ ২০/১০/০২।

□ জনাব মোঃ হারুন চৌধুরী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নাসরিন আক্তার (পপি) সাং - ১২৬/সি, হারুন ম্যানশন, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-এর বিয়ে জনাব কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া-এর পুত্র জনাব দৌলত আজিম ভূঁইয়া, সাং - ২৯, কাতালগঞ্জ, হাট হাজারী রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২০/১০/০২ তারিখ, রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩১৭/০২ তারিখ ২৭/১২/০২।

শুভ বিবাহ

□ জনাব মোঃ হারুন চৌধুরী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নাজনীন আক্তার (পিংকী) সাং - ১২৬/সি, হারুন ম্যানশন, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-এর বিয়ে জনাব কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া-এর পুত্র জনাব আমানুল ইসলাম ভূঁইয়া, সাং - ২৯, কাতালগঞ্জ, হাট হাজারী রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। এর সাথে টাকা ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৪/১১/০২ তারিখ, রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩১৮/০২ তারিখ ২৭/১২/০২।

□ জনাব মোহাম্মদ রিফাত উল্লাহ্-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রাহেলা খাতুন, সাং- বেড়াঞ্জলী, ডাকঘর-গৌররং, জেলা- সুনামগঞ্জ-এর বিয়ে জনাব মোঃ মালদার আলী-এর পুত্র জনাব ছয়ফুল আলম, সাং- নওয়াগাঁও, ডাকঘর-গৌররং, জেলা- সুনামগঞ্জ এর সাথে টাকা ১০,০০১/= (দশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৩/১১/০২ তারিখ, রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামগঞ্জস্থ বায়তুল ইসলাম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব রফিক আহমদ আলমগীর, পিতা- ডাঃ মোঃ রহুল আমীন।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩১৯/০২ তারিখ ২৭/১২/০২।

□ জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ শেখ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ হাফিজা খাতুন শাপলা, সাং- দিয়াপতিয়া, জেলা- নাটোর-এর বিয়ে জনাব আকবর আলী মন্ডল-এর পুত্র জনাব মোঃ মাওলানা আব্দুর রহিম, সাং- মহারাজপুর, থানা- গুরুদাসপুর, জেলা- নাটোর এর সাথে টাকা ১৫,০০০/= (পনর হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৫/১১/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত নাটোর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মোজাফফর আহমদ রাজু, পিতা- শেখ মোঃ লুৎফর রহমান।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩২০/০২ তারিখ ২৭/১২/০২।

□ জনাব নাজির আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ কানিতা আহমদ সাং- এস, এম, খালেদ রোড, চট্টগ্রাম-এর বিয়ে মরহুম মমতাজ উদ্দিন মিয়া-এর পুত্র জনাব নেহাল উদ্দীন আহমেদ, সাং- ৯৭/৩, পশ্চিম মাদারটেক, বাসাবো, ঢাকা। এর সাথে টাকা ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৩/১২/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩২১/০২ তারিখ ২৭/১২/০২।

□ জনাব মোঃ আবদুল খালেক-এর কন্যা মোসাম্মাৎ উম্মে খায়রুন সুখী, ১৪২, মীর হাজারীরবাগ, ঢাকা-১২০৪-এর বিয়ে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম-এর পুত্র জনাব শফিউল আলম, সাং- হাসনাবাদ, ডাকঘর- নারায়ণ হাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২০/১২/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা তারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩২২/০২ তারিখ ২৭/১২/০২।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশতানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ক্রোড়া মজলিসের উদ্যোগে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে নববর্ষ ২০০৩ বরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর '০২ই দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে শুভ নববর্ষ ২০০৩ইং সালকে মোবারকবাদ দেয়া হয়েছে।

খোদ্দাম আতফাল, আনসার, লাজনা নাসারাতসহ জামাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহমদী নামাযে উপস্থিত হয়ে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়তের দ্রুত প্রসার ও অগ্রগতির লক্ষ্যে এবং সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে করে দোয়া।

আফজালুর রহমান রিপন (সাংবাদিক) কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত পুরুলিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাঃ ইয়াছিন আলী দেওয়ান সাহেব গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০২ইং রোজ রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় পুরুলিয়ায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বৎসর। তিনি তাঁর জীবনের শেষ ঈদ গত ঈদুল ফিতরে সকলের সাথে মুলাকাত করেন। গত ১৯৮৩ইং সনে সপরিবারে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার মুখালেফাতের সময়ও ছিলেন দৃঢ় ও অনঢ়। তিনি স্ত্রী ৪ পুত্র, ১ কন্যা নাতী নাত্‌নী ও বহু আত্মীয় -স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌তাআলা মরহুম দেওয়ানকে জান্নাতের উচ্চ মার্গে স্থান দিন।

মরহুমের বড় ছেলে
- মোঃ আব্দুস সাত্তার

দারুল আমান কাদিয়ানে ১১১তম জলসা সালানা ২০০২ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহে ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০০২ রোজ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শান্তির শহর ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার বাটালার অন্তর্গত কাদিয়ানে ১১১তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। প্রায় অর্থ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে ২৮ ডিসেম্বর, ২০০২ বিকাল ৫.৩০ মিঃ নাযেরে আলা সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠার ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এর আগে ২৬ ডিসেম্বর, ২০০২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় তিনদিন ব্যাপী ১১১তম জলসার উদ্বোধন করেন সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং এ ঐতিহাসিক জলসায় আমেরিকা, ইউ-কে, জার্মানী, কানাডা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আরব আমিরাত, বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভুটান, মরিসাস, মালয়েশিয়া থেকে প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

তিনদিন ব্যাপী জলসায় মোট ৬টি অধিবেশনে 'আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব,' 'মানবতার মুক্তির মহাপুরুষ খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র জীবনী,' 'ইসলামী জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য,' বিষয়ে নাযের সাহেবান এবং 'মানবতার সেবা ও সামাজিক উন্নয়নে ভারতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অবদান' শীর্ষক বিষয়ে 'পশ্চিম বঙ্গ-আসাম, কেরালা, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল, উত্তর প্রদেশ (ইউ.পি) ইত্যাদি রাজ্যে নিযুক্ত মুরব্বী সিলসিলা, প্রাদেশিক আমীর সাহেবান তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। জার্মানী থেকে আগত জনাব হেদায়েত উল্লাহ্‌ হাবস, কানাডা থেকে আগত জনাব বশির নাসের, বাংলাদেশ থেকে আগত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার আমীর জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, মালয়েশিয়া থেকে আগত মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মরিসাস থেকে আগত জনাব আনোয়ার আহমদ নিজ নিজ দেশে আহমদীদের অবস্থান এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

নামাযের অপেক্ষায় অন্যান্যদের মাঝে নাযেরে আলা সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব

জলসার শেষদিন শেষ অধিবেশনে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত শিখ ধর্মাবলম্বীদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, হিন্দু সমাজের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, আর্য জমাজ, খৃষ্টান ও ভারতে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দ তাদের কয়েক হাজার অনুসারীসহ যোগদান করেন। এদের মধ্যে দু' পার্লামেন্টের ২ জন সদস্য সহ ১১ জন বক্তৃতা প্রদান করে বলেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কর্তৃক কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠিত এ জামাতের সদস্যদের দ্বারা ভারতসহ বিশ্বের যেখানে এর সদস্য রয়েছেন তারা সকলেই মানবতার সেবা ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত আছেন। এজন্য ভারতবাসী গর্বিত। জলসায় ৫ জন রাজ্য গভর্ণর, ৩ জন মুখ্য মন্ত্রী জলসার কামিয়াবী কামনা করে যে বাণী পাঠান যা শেষ অধিবেশনে পাঠ করে শুনানো হয়।

২৮ ডিসেম্বর, ২০০২ জলসার তৃতীয় দিন প্রথম অধিবেশনে সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ থেকে আগত কাফেলার নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামাতের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত মোহাম্মদ আবদুল জলিলকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করার আহ্‌বান জানান হয়। আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও করমে বাংলাদেশের সকল আহমদীদের দোয়ায় খাকসার সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করি। আল্‌ হামদুলিল্লাহ্‌ 'আলা যালেক। জলসায় ৪২ হাজারের উর্ধ্বে প্রতিটি অধিবেশনে প্রায় সকল বক্তৃতার সময় মুহুর্মুহু নারা, আল্লাহু আকবর তকবীর ধ্বনি, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জিন্দাবাদ, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কী জয়, দারুল আমান কাদিয়ান জিন্দাবাদ, হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' জিন্দাবাদ, ইনসানিয়াত জিন্দাবাদ হাজারো কণ্ঠে আকাশে বাতাসে উচ্চারিত হতে থাকে এ ধ্বনি।

- মোহাম্মদ আবদুল জলিল
(সদ্য সমাপ্ত কাদিয়ান জলসা থেকে ফেরত)

বিভাগীয় পর্যায়ে ওয়াকফে নও শিশু ও পিতা-মাতাদের সম্বন্ধে ৬দিন ব্যাপী ক্লাস অনুষ্ঠিত

সাঈদ আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া,

গত ২৫/১২/০২ইং হতে ৩০/১২/০২ইং পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম বিভাগ-১ অঞ্চলের ওয়াকফে নও শিশু ও পিতা মাতাদের ক্লাস আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌড়াইল হালকায় অনুষ্ঠিত হয় (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)।

ক্লাসে চট্টগ্রাম বিভাগ-১ অঞ্চলের ৮টি জামাত যেমন (১) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, ঘাটুরা, শালগাঁও, তালশহর, বাশারূক, দুর্গারামপুর ও জামালপুর-এর সর্বমোট ৫৪ জন ওয়াকফে নও শিশু (৪ বছরের উপরে) ২৮ জন মাতা ও ১৭ জন পিতা অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যহ সকাল ৭.০০টা থেকে বেলা ৩.৩০মিঃ পর্যন্ত শিশুদের বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত মাতাদেরও রাত ৬.০০ থেকে ৮ পর্যন্ত পিতাদের ক্লাস করানো হয়।

ক্লাসে শিশু ও পিতা মাতাদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান যথাক্রমে মৌঃ মজিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম, মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও চট্টগ্রাম বিভাগ, মোয়াল্লেম মোজাম্মেল হক, আব্দুস সালাম, হাফেয মনসুর আহমদ, তাহের আহমদ, ও দেহাতী মোয়াল্লেম এস এম হাবিবুল্লাহ্‌, পাঠ্যদানের বিষয় হলো, কুরআন শিক্ষা অর্থসহ নামায শিক্ষা, আযান ইকামত শিক্ষা, বক্তৃতা শিক্ষা, দীনিমা'লুমাত শিক্ষা ও উর্দূ শিক্ষা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্লাস ছিল উর্দূ শিক্ষা।

৬ দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও চট্টগ্রাম বিভাগ। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম খন্দকার মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হান্নান, যয়ীমে আলা, ঢাকা।

ক্লাস শেষে শিশু ও পিতা-মাতাদের মাঝে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

- মোস্তাক আহমদ খন্দকার
বিভাগীয় সহঃ সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, চট্টগ্রাম বিভাগ

বিশেষ শোক সংবাদ

খান্দানে মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবন উৎসর্গকারী বুযূর্গ ও বিশিষ্ট আলেম মোহতরম মীর মাসউদ আহমদ সাহেব গত ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখ রোজ সোমবার সকাল বেলা নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক (রাঃ)-এর পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৫ বছর। তিনি হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের জামাতা ও মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মসরুর আহমদ সাহেব, নাযের আলা ও আমীর মোকামীর ভগ্নীপতি। আমীর মোকামী সাহেব তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং রাবওয়ার বেহেশ্‌তি মকবেরায় তিনি সমাহিত হন।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন (সূত্র ঃ আল্‌ ফযল, ২৬-১২-২০০২)।

- নির্বাহী সম্পাদক

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিতি হোন

নাম ঃ মোঃ সবিরুল ইসলাম (তপু)
নং - ৫৬৫১-এ
পিতা ঃ মোঃ নুরুল ইসলাম
দাদা ঃ মোঃ আব্দুল আমীন
মা ঃ মোসাঃ মমতাজ বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেরগাতী

নাম ঃ তাসবিহা রহমান (ইলমী)
ওয়াকফে নও নং - ১১৫১৪-এ
পিতা ঃ মোঃ খলিলুর রহমান ভূঁইয়া
মাতা ঃ মোসাঃ শাহনাজ আক্তার
দাদা ঃ মোঃ আব্দুল গফুর ভূঁইয়া
৩৬৫ নং সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর-১০, ঢাকা

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆ 13th Issue January 15, 2003 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

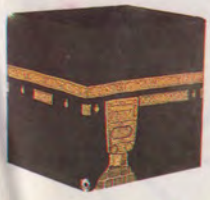

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com